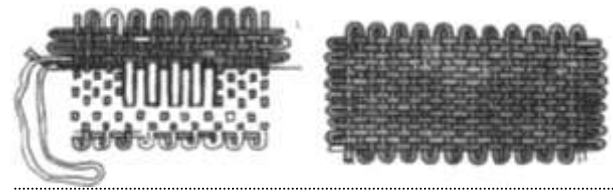

অষ্টাদশ অধ্যায়
পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্যতা

বিষয়-সংক্ষেপ

পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে। নিজের পছন্দমতো পোশাক শুধু ক্রয় করলেই চলে না; বরং পোশাককে কর্মক্ষম, উপযোগী ও টেকসই রাখতে হলে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি?
ক ডিটারজেন্ট খ রিঠা
গ গঁদ ● সাবান

২. বারবার পানি দিয়ে ধুয়ে কাপড় থেকে সাবান ও ময়লা বের করাকে কী বলা হয়?
ক কলপ দেওয়া খ হাওয়া লাগানো
● প্রক্ষালন করা
ঘ শুষ্ক ধৌতকরণ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিসেস রেবা শীতের মৌসুমের পর গরম কাপড়গুলো উঠিয়ে রাখেন। পরেরবার শীতের মৌসুমের আগে কাপড়গুলো ব্যবহার করতে গিয়ে দেখেন অনেকগুলো কাপড় পোকার দ্বারা নষ্ট হয়েছে।

৩. মিসেস রেবাকে কাপড়টি সংরক্ষণের আগে প্রথমেই কী করতে হতো?
ক কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে নেপথলিন দেওয়া
খ নিমপাতা, তামাকপাতা কাপড়ে দেওয়া
● সঠিক নিয়মে কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রাখা
ঘ সংরক্ষণের আগে আলমারিতে কীটনাশক স্প্রে করা

৪. কাপড়টি নষ্ট হওয়ার কারণ–
i. কাপড়গুলোর ওপর কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়নি
ii. মাঝে মাঝে হালকা রোদ ও বাতাসে কাপড় শুকানো হয়নি
iii. কালোজিরা, চাপাতা, নিমপাতা ব্যবহার করা হয়নি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : বস্ত্র ধৌতকরণ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৫. পুরানো বা জীর্ণ পোশাককে কীভাবে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়? (অনুধাবন)
ক কাউকে দেওয়ার মাধ্যমে ● উপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে
গ ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে ঘ বাক্সে তুলে রাখার মাধ্যমে

৬. পোশাকের যত্নের সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতি কোনটি? (জ্ঞান)
ক ইস্ত্রি করা ● ধৌত করা
গ রোদে দেওয়া ঘ মাড় দেওয়া

৭. বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য কয়টি? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৮. বাড়ির বেশির ভাগ কাপড় সাবান দিয়ে কাচার যথার্থ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কম ক্ষারযুক্ত ● সহজলভ্য
গ সুগন্ধময় ঘ ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে

৯. সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকলে কী হবে? (অনুধাবন)
● বস্ত্র পরিষ্কারের অনুপযোগী হবে
খ বস্ত্র বেশি পরিষ্কার হবে
গ বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে
ঘ বস্ত্রের কাঠিন্য বজায় থাকবে

১০. বস্ত্র পরিষ্কারক সাবান অবশ্যই কিরূ প হবে? (অনুধাবন)
ক অমসৃণ খ গাঢ় রঙের
● শক্ত ঘ নরম

১১. কাপড় কাচার কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়? (জ্ঞান)
ক ভিনিগার ● বোরাক্স
গ বরিক এসিড ঘ ক্লোরিন

১২. বোরাক্স কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● বোরাক্স জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়
খ বোরাক্স পানির প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ায়
গ বোরাক্স ক্ষারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ
ঘ বোরাক্স কাপড়ে নীলাভ শুভ্রতা সৃষ্টি করে

১৩. কোনটিকে সোডিয়াম কার্বনেট বলে? (জ্ঞান)
ক রিঠা খ লবণ
গ ভিনিগার ● কাপড় কাচার সোডা

১৪. রোমানা তার তৈলাক্ত লিনেন কাপড়ের পোশাকটি পরিষ্কার করার জন্য কোন পরিষ্কারক দ্রব্য দিয়ে সিদ্ধ করবে? (প্রয়োগ)
ক রিঠা খ অ্যামোনিয়া
● কাপড় কাচার সোডা ঘ তুষের জল

১৫. আরিফা বেগম কাপড় পরিষ্কার করতে অন্যান্য পরিষ্কারক দ্রব্যের পাশাপাশি কাপড় কাচার সোডাও ব্যবহার করে। তবে তিনি কোন ধরনের কাপড়ে এটি ব্যবহার করবেন না? (প্রয়োগ)
ক সুতি ও রেশম খ লিনেন ও পশম
● রেশম ও পশম ঘ সুতি ও লিনেন

১৬. রেশমি ও পশমি কাপড়ে সোডা ব্যবহার করা যায় না কেন? (অনুধাবন)
● ক্ষারের পরিমাণ বেশি থাকে খ কাপড়ে হলুদ ভাব চলে আসে
গ ক্ষারের পরিমাণ কম থাকে ঘ এতে তীব্র গ্যাস থাকে

১৭. জামিলা কাপড় পরিষ্কারের ৰেত্রে চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করেন। তিনি নিচের কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি ব্যবহার করেন? (প্রয়োগ)
ক রিঠা ● স্টার্চ
গ গঁদ ঘ ভিনিগার

১৮. রেশম বস্ত্রে কাঠিন্য সৃষ্টি করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক লবণ ● গঁদ
গ স্টার্চ ঘ অ্যামোনিয়া

১৯. বর্তমানে আমাদের দেশে কোন পরিষ্কারক দ্রব্যটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক সাবান খ বোরাক্স
গ অ্যামোনিয়া ● গুঁড়া সাবান

২০. গুঁড়া সাবান কাপড়ের ধরন বুঝে ব্যবহার করতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ক সোডিয়াম কার্বনেট থাকে বলে
● ৰার জাতীয় উপাদান থাকে বলে
গ ৰারবিহীন পরিষ্কারক উপাদান বলে
ঘ বস্ত্রের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় বলে

২১. কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহার করলে কী হয়? (অনুধাবন)
● কাপড়ে হলদে ভাব সৃষ্টি হয় খ কাপড়ে নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়
গ কাপড় সহজে ময়লা হয় না ঘ কাপড়ে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়

২২. সাথী তার সাদা পোশাকে নীলাভ শুভ্রতা সৃষ্টির জন্য কোনটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)
ক গঁদ ● নীল
গ স্টার্চ ঘ রিঠা

২৩. কাপড় হলদে ভাব দূর করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক গঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে ● নীল ব্যবহারের মাধ্যমে
গ বিরচিং ব্যবহারের মাধ্যমে ঘ ভিনিগার ব্যবহারের মাধ্যমে

২৪. সিনটোজ ও কিটোন জাতীয় কাপড় পরিষ্কারে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক গুঁড়া সাবান ● তুষের জল
গ অ্যামোনিয়া ঘ রিঠা

২৫. তুষের জল কোন বর্ণ ধারণ করলে ব্যবহার উপযোগী হবে? (জ্ঞান)
ক লাল খ হলুদ
● বাদামি ঘ নীল

২৬. সিনথেটিক কাপড়কে নরম ও কোমল রাখার জন্য শায়লা নিচের কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)
ক গঁদ খ ভিনিগার
গ রিঠা ● কাপড় মোলায়েমকারক

২৭. কাপড় মোলায়েমকারক বেশি ব্যবহার করলে কী হয়? (অনুধাবন)
ক কাপড়ে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়
খ কাপড়ে হলদে ভাব সৃষ্টি হয়
গ কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়
● কাপড়ের পানি শোষণ ৰমতা হ্রাস পায়

২৮. কোনটি এক প্রকার গ্যাস? (জ্ঞান)
ক সোডা ● অ্যামোনিয়া
গ তুষের জল ঘ সিনথেটিক ডিটারজেন্ট

২৯. খর পানি মৃদু করা হয় কোনটির সাহায্যে? (জ্ঞান)
ক রিঠা খ ভিনিগার
গ বোরাক্স ● অ্যামোনিয়া

৩০. কোন দ্রবণ ব্যবহারে কাপড়ের রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে? (জ্ঞান)
ক ভিনিগার খ স্টার্চ
গ রিঠা ● অ্যামোনিয়া

৩১. কাপড়ের দাগ উঠাবার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক ভিনিগার খ স্টার্চ
● অ্যামোনিয়া ঘ গঁদ

৩২. কাপড়ে ক্লোরিন, বিরচিং ব্যবহার করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক কাপড় মোলায়েমকরণের জন্য ● জীবাণুমুক্ত করার জন্য
গ কাপড়ের উজ্জ্বলতা আনার জন্য ঘ ধবধবে ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য

৩৩. সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর কাপড়টিকে জীবাণুনাশক করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক ভিনিগার ● ক্লোরিন
গ আলট্রামেরাইন ঘ গঁদ

৩৪. রিঠা কোন ধরনের বস্ত্র পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক সুতি ও লিনেন খ রেয়ন ও নাইলন
● রেশম ও পশম ঘ সুতি ও রেশম

৩৫. রিঠার খোসার মধ্যে কোন পদার্থটি থাকে? (জ্ঞান)
ক অপসোনিন ● স্যাপোনিন
গ হ্যালোজিন ঘ অর্গানিন

৩৬. কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক ক্লোরিন খ বিরচিং
● ভিনিগার ঘ গঁদ

৩৭. রঙিন কাপড়ের চটে যাওয়া রং নতুন করে ফিরে পাওয়া যায় কোনটির সাহায্যে? (জ্ঞান)
ক লবণ খ ক্লোরিন
● ভিনিগার ঘ বিরচিং

৩৮. কোনটি ৰারবিহীন পরিষ্কারক? (জ্ঞান)
● সিনথেটিক ডিটারজেন্ট খ গুঁড়া সাবান
গ কাপড় কাচা সোডা ঘ সাবান

৩৯. মেঘলা তার দামি পোশাকগুলো ধুয়ে তুলে রাখবে। সে পোশাকগুলো ধোয়ার ৰেত্রে কোন পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)
ক অ্যামোনিয়া খ বোরাক্স
গ গুঁড়া সাবান ● সিনথেটিক ডিটারজেন্ট

৪০. মূল্যবান বস্ত্রাদি ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক কাপড় নরম ও কোমল থাকে
খ কাপড়ে নীলাভ শুভ্রতা বজায় থাকে
● কাপড়ের রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না
ঘ কাপড়ে হলদে ভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না

৪১. নতুন রঙিন কাপড়ের রং পাকা করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক ক্লোরিন খ বিরচিং
● লবণ ঘ স্টার্চ

৪২. কাপড়ে লবণ পানি ব্যবহার করা হয় কেন? (অনুধাবন)
● কাঁচা রং পাকা করার জন্য খ হলুদ ভাব দূর করার জন্য
গ কাপড়ে নমনীয়তা আনার জন্য ঘ উজ্জ্বলতা ফিরে পাওয়ার জন্য

৪৩. কাপড়ের দাগ তুলতে কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● লবণ খ ভিনিগার
গ বিরচিং ঘ গঁদ

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর------- //

৪৪. পোশাকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়– (অনুধাবন)
i. ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ
ii. ব্যক্তির রৰচি
iii. ব্যক্তিত্বের পরিচয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৫. সঠিক নিয়মে কাপড়চোপড়ের যত্ন নিলে– (অনুধাবন)
i. অনেক দিন টেকে
ii. সুন্দর অবস্থায় থাকে
iii. অর্থের সাশ্রয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii

ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৬. পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য
ii. ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য
iii. সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৭. পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক– (অনুধাবন)
i. দেহের সুস্থতা বজায় থাকে
ii. আভিজাত্য প্রকাশ করে
iii. মনের সুস্থতা বজায় থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪৮. বস্ত্র ধৌতের মূল উদ্দেশ্য হলো– (অনুধাবন)
i. কাপড়ের ময়লা দূর করা
ii. কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা
iii. পুরাতন কাপড়কে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪৯. বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের আবশ্যকীয় গুণ হলো– (অনুধাবন)
i. সাবানের গা মসৃণ হবে
ii. সাবান দেখতে গাঢ় রঙের হবে
iii. সাবান তুলনামূলকভাবে শক্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫০. শামীমা কাপড় পরিষ্কারে বোরাক্স নামক আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি ব্যবহার করেন– (প্রয়োগ)
i. কাপড়ে কাঠিন্য সৃষ্টি করতে
ii. কাপড়ে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে
iii. কাপড়ের দাগ তুলতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫১. কাপড় কাচার সোডা ব্যবহার করে বেশি ময়লা ও তৈলাক্ত কাপড়– (অনুধাবন)
i. সিদ্ধ করা হয়
ii. জীবাণুমুক্ত করা হয়
iii. দুর্গন্ধমুক্ত করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫২. স্টার্চ ব্যবহার করলে কাপড়ের– (অনুধাবন)
i. স্বাভাবিক কাঠিন্য ফিরে আসে
ii. পুরনো রং ফিরে আসে
iii. ধবধবে ভাব ফিরে আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৩. কাপড়ে গঁদ ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)
i. উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে
ii. কাঠিন্য সৃষ্টি করতে
iii. ময়লা দূর করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৪. রাজিয়া তুষের জল দিয়ে পরিষ্কার করবেন– (প্রয়োগ)
i. সিনটজ জাতীয় বস্ত্রাদি
ii. কিটোন জাতীয় বস্ত্রাদি
iii. সাদা রঙের সুতি বস্ত্রাদি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৫. সিনথেটিক কাপড়ে মোলায়েমকারক ব্যবহৃত হয়। এর প্রকৃত কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কাপড়কে জীবাণুমুক্ত করা
ii. কাপড়ের নরম ভাব আনা
iii. কাপড়ের কোমলতা বজায় রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৬. অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)
i. সুতি বস্ত্র পরিষ্কারের জন্য
ii. পশমি বস্ত্র পরিষ্কারের জন্য
iii. কাপড়ের দাগ ওঠানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৭. সংক্রামক রোগীর জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করতে আরিফা বেগম ব্যবহার করবেন– (প্রয়োগ)
i. বিরচিং
ii. ক্লোরিন
iii. ভিনিগার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৮. সোহানা কাপড় পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে রিঠা ব্যবহার করে থাকে। রিঠার সাহায্যে সে পরিষ্কার করে– (প্রয়োগ)
i. রেশম বস্ত্র
ii. পশম বস্ত্র
iii. সুতি বস্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫৯. প্রাচীনকাল থেকে রিঠা ফল রেশম, পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়
ii. কাপড়ের কোমলতা বাড়ায়
iii. কাপড়ের রং ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬০. ভিনিগার ব্যবহারের ফলে পোশাকের– (অনুধাবন)
i. অতিরিক্ত নীল দূর হয়
ii. কাঁচা রং পাকা হয়
iii. রং ফিরে আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬১. সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে জাহিদা পরিষ্কার করবে– (প্রয়োগ)
i. রেশমি বস্ত্রাদি

ii. পশমি বস্ত্রাদি
iii. সুতি বস্ত্রাদি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬২. কাপড়ে লবণ পানি ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)
i. দাগ তোলার জন্য
ii. জীবাণুমুক্ত করার জন্য
iii. কাঁচা রং পাকা করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৩. রেশমি, পশমি বস্ত্র পরিষ্কার করতে হয়– (অনুধাবন)
i. সিনথেটিক ডিটারজেন্টের সাহায্যে
ii. রিঠার সাহায্যে
iii. তুষের জলের সাহায্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৪. বস্ত্র পরিষ্কার করার পাশাপাশি দাগ তুলতেও ব্যবহার করা যায়– (অনুধাবন)
i. বোরাক্স
ii. অ্যামোনিয়া
iii. লবণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর-------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
লিয়াকত হোসেন গাড়ির ওয়ার্কশপে কাজ করে। কাজ করার সময় তার পরিধানের কাপড় তেল ও ময়লা লেগে চটচটে হয়ে যায়। তাই তাকে প্রতিদিন কাপড় পরিষ্কার করতে হয়।

৬৫. লিয়াকত হোসেনের কাপড় পরিষ্কার করার সহজ উপায় কোনটি? (প্রয়োগ)
● সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে ⓖ অ্যামোনিয়ায় ডুবিয়ে
ⓖ সাবান ব্যবহার করে ⓘ ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে

৬৬. পরিষ্কার করার সুবিধার্থে লিয়াকত হোসেনের যে ধরনের পোশাক পরিধান করা উচিত– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সুতি
ii. রেশমি
iii. লিনেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তামান্না সাদা ও গাঢ় রঙের কাপড় ধোয়ার পর নীল ব্যবহার করেন। কিন্তু কাপড়ে নীল বেশি হওয়ায় তিনি এক ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করেন।

৬৭. কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য তামান্না কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি ব্যবহার করেন? (প্রয়োগ)
ⓚ স্টার্চ ⓖ গঁদ
ⓖ লবণ ● ভিনিগার

৬৮. তামান্না কাপড় ধোয়ার পর নীল রং ব্যবহার করেন। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. হলুদ ভাব দূর করা
ii. উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা
iii. জীবাণুমুক্ত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রীমা ও তার বোন সীমার বেশ কিছু রেশমি ও পশমি বস্ত্রের দামি পোশাক আছে। এসব পোশাক পরিষ্কারের ক্ষেত্রে তার মা বিশেষ এক ধরনের পরিষ্কারক ব্যবহার করেন।

৬৯. রীমার মা রেশমি বস্ত্র পরিষ্কারে কোন পরিষ্কারকটি ব্যবহার করেন? (প্রয়োগ)
● রিঠা ⓖ সাবান
ⓖ তুষের জল ⓘ কাপড় কাচার সোডা

৭০. রীমার মায়ের উক্ত পরিষ্কারকটি ব্যবহার করার যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ায়
ii. কাপড়ের কোমলতা বাড়ায়
iii. কাপড়ের রং ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৭১. পরিবারের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার একটি উলেরখযোগ্য দিক কোনটি? (জ্ঞান)
● বস্ত্র ধৌতকরণ ⓖ দৈহিক পরিচ্ছন্নতা
ⓖ গৃহসজ্জা ⓘ অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

৭২. কাপড় ধোয়ার সময় কাপড়কে নানাভাগে ভাগ করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ কাজের সুবিধার্থে ⓖ ধোয়ার সুবিধার্থে
● পরিষ্কার করার সুবিধার্থে ⓘ সময়ের সুবিধার্থে

৭৩. পরিষ্কার করার আগে কাপড় বাছাই করে নিতে হয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ময়লা কাপড় বাছাই করা ⓖ ছেঁড়া জায়গায় মেরামত করা
ⓖ দাগ অপসারণ করা ⓘ উপকরণ নির্বাচন করা

৭৪. ধৌত করার পূর্বে বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ রং ঠিক রাখার জন্য
ⓖ নকশা ঠিক রাখার জন্য
ⓖ আকৃতি ঠিক রাখার জন্য
● ছেঁড়া স্থান আরও ছিঁড়ে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য

৭৫. পোশাকের ছেঁড়া অংশে পড়েন সুতা সুচের সাহায্যে সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে ভরে দেওয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ বোতাম লাগানো ⓖ নকশা করা
ⓖ তালি দেওয়া ● রিফু করা

৭৬. কাপড়ের ছেঁড়া অংশের চারদিকে পেনসিলের দাগ দিতে হয় কেন? (অনুধাবন)
● রিফু করার জন্য ⓖ বোতাম লাগানোর জন্য
ⓖ পরিষ্কার করার জন্য ⓘ হুক লাগানোর জন্য

৭৭. রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে দেওয়া দাগের ওপর কোন ফোঁড় দিতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বখেয়া ● রান
ⓖ লেজিডেজি ⓘ স্যাটিন

৭৮. পোশাক রিফু করার সময় কোনটির ব্যবহার সুবিধাজনক? (জ্ঞান)
ⓚ উজ্জ্বল সুতা ⓖ চিকন সুতা
ⓖ সেলাই মেশিন ● ফ্রেম

৭৯. পোশাকের ছেঁড়া অংশে এক পরত কাপড়ের ওপর আরেক পরত কাপড় রেখে সেলাই করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ রিফু ● তালি
ⓖ এমব্রয়ডারি ⓘ সুচি কর্ম

৮০. বস্ত্র মেরামতে তালি কত প্রকার? (জ্ঞান)

● ২ ⓑ ৩
ⓒ ৪ ⓓ ৫

৮১. কাপড়ের ছেঁড়া অংশে গোলাকার তালি দেওয়া হলে তাকে কেমন তালি বলা হবে? (অনুধাবন)
ⓐ নকশা তালি ● সাধারণ তালি
ⓒ সূক্ষ্ম তালি ⓓ লম্বা তালি

৮২. সাধারণ তালি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ফোঁড় ব্যবহার করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓐ রান ⓑ বখেয়া
● হেম ⓓ পিকিনিজ

৮৩. নকশা তালির ক্ষেত্রে নিচের কোন ফোঁড় ব্যবহৃত হবে? (জ্ঞান)
ⓐ রান ⓑ হেম
● বোতাম ⓓ বখেয়া

৮৪. ছেলেদের প্যান্ট, শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ⓐ রঙিন কাপড় ● বড় স্টিকার
ⓒ শক্ত কাগজ ⓓ সার্টিন কাপড়

৮৫. শাহীনের প্যান্টের ছেঁড়া স্থানে তার মা একটি সুন্দর স্টিকার লাগিয়ে দেয়। উক্ত স্টিকারটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে? (প্রয়োগ)
ⓐ রিফু ⓑ সাধারণ তালি
● নকশা তালি ⓓ প্রক্ষালন

৮৬. সুতি ও লিনেন কাপড় কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়? (অনুধাবন)
ⓐ শুধু ঠান্ডা পানি এবং রিঠার পানিতে
● সাধারণ সাবান ও ঠান্ডা পানিতে
ⓒ ডিটারজেন্ট ও ঠান্ডা পানিতে
ⓓ ডিটারজেন্ট ও ঈষদুষ্ণ পানি

৮৭. সাবান মাখানোর কতক্ষণ পর কাপড় কাচলে ভালো পরিষ্কার হয়? (জ্ঞান)
ⓐ ১৫ মিনিট ⓑ ২০ মিনিট
ⓒ ২৫ মিনিট ● ৩০ মিনিট

৮৮. বেশি ময়লা কাপড় সাবান পানিতে দেওয়ার আগে কী করতে হবে? (অনুধাবন)
ⓐ প্রক্ষালন করে নিতে হবে ⓑ রোদে দিতে হবে
ⓒ ইস্ত্রি করতে হবে ● পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে

৮৯. প্রক্ষালন করতে হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
● বারবার পানি বদলিয়ে কাপড় ধোয়ার মাধ্যমে
ⓑ পানিতে ভিনিগার মিশিয়ে কাপড় ধোয়ার মাধ্যমে
ⓒ তুষের জলে বারবার কাপড় ধোয়ার মাধ্যমে
ⓓ নীল ও মাড় একসাথে করে কাপড় ভিজানোর মাধ্যমে

৯০. অন্তরা তার রেশমের জামা ধুয়ে না রগড়িয়ে দু'হাতে চাপ দিয়ে পানি ঝরাল। তার কাপড়টি না রগড়ানোর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓐ জামার আকৃতি নষ্ট হবে ● কোমল আঁশের ক্ষতি হবে
ⓒ কুঁচকে যাবে ⓓ রং নষ্ট হবে

৯১. মাড়ের ঘনত্ব কিসের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)
● কাপড়ের প্রকৃতি ⓑ কাপড়ের নকশা
ⓒ কাপড়ের রং ⓓ কাপড়ের আকৃতি

৯২. মোটা কাপড়ে কী ধরনের মাড় দিতে হয়? (জ্ঞান)
ⓐ ঘন ● পাতলা
ⓒ নীলযুক্ত ⓓ গরম

৯৩. কাপড়ে নীল, মাড় ব্যবহার করতে হয়। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓐ কাপড়ের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ● উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি
ⓒ দাগ অপসারণ ⓓ কাঠিন্য ঠিক রাখা

৯৪. সাদিয়া বেগম সাদা বা গাঢ় রঙের কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। উক্ত পদ্ধতি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে? (প্রয়োগ)
ⓐ প্রক্ষালন করা ⓑ ঠান্ডা পানিতে ভিজানো
● নীল ও মাড় প্রয়োগ ⓓ হাওয়া লাগানো

৯৫. পশমি কাপড় কীভাবে শুকাতে হয়? (অনুধাবন)
ⓐ বন্ধ জায়গায় ⓑ আর্দ্রতায়
ⓒ কড়া রোদে ● সমতল স্থানে বিছিয়ে

৯৬. রঙিন কাপড় ও রেশমি কাপড় কীভাবে শুকাতে হয়? (অনুধাবন)
ⓐ কড়া রোদে ⓑ হালকা রোদে
ⓒ বাতাসে ● ছায়ায়

৯৭. পোশাকের কোন অংশ উপরের দিকে রেখে শুকাতে হয়? (জ্ঞান)
● ভারি ⓑ সুন্দর
ⓒ রঙিন ⓓ পাতলা

৯৮. কাপড়ে কুঞ্চন সৃষ্টি হয় কখন? (অনুধাবন)
ⓐ শুকানোর পর ● ধোয়ার পর
ⓒ ইস্ত্রি করার পর ⓓ নীল দেওয়ার পর

৯৯. পশমি কাপড় কত তাপমাত্রায় ইস্ত্রি করা যায়? (জ্ঞান)
ⓐ ২০০° ফারেনহাইট ● ৩০০° ফারেনহাইট
ⓒ ৪০০° ফারেনহাইট ⓓ ৫০০° ফারেনহাইট

১০০. সুতি কাপড় কত তাপমাত্রায় ইস্ত্রি করা যায়? (জ্ঞান)
ⓐ ৩০০° ফারেনহাইট – ৩৫০° ফারেনহাইট
ⓑ ৩৫০° ফারেনহাইট – ৪০০° ফারেনহাইট
● ৪০০° ফারেনহাইট – ৪৫০° ফারেনহাইট
ⓓ ৪৫০° ফারেনহাইট – ৫০০° ফারেনহাইট

১০১. লিনেন কাপড় কত তাপমাত্রায় ইস্ত্রি করা যায়? (জ্ঞান)
ⓐ ২৭৫° ফারেনহাইট – ৩০০° ফারেনহাইট
ⓑ ৩৭৫° ফারেনহাইট – ৪০০° ফারেনহাইট
● ৪৭৫° ফারেনহাইট – ৫০০° ফারেনহাইট
ⓓ ৫৭৫° ফারেনহাইট – ৬০০° ফারেনহাইট

১০২. ইস্ত্রি করার পর কাপড় সরাসরি আলমারিতে রাখা ঠিক নয় কেন? (অনুধাবন)
● ইস্ত্রির পর কাপড়ে আর্দ্র ভাব থাকে
ⓑ ইস্ত্রির পর কাপড়ে শুষ্কভাব বেশি থাকে
ⓒ ইস্ত্রির পর কাপড়ে সৃষ্ট উত্তাপ ক্ষতিকর
ⓓ ইস্ত্রির পর কাপড়ে উজ্জ্বলতা কমে যায়

১০৩. ইস্ত্রি করার পর কাপড় খোলা বাতাসে রেখে দিতে হয়। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓐ আর্দ্রতা বৃদ্ধি ⓑ মসৃণ ভাব আনা
ⓒ পরিপাটি করা ● আর্দ্রভাব দূর করা

১০৪. কোন বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না? (জ্ঞান)
● রেশমি ⓑ পশমি
ⓒ সুতি ⓓ লিনেন

১০৫. ঘামযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। এর পেছনে যুক্তি কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে
ⓑ ঘামের এসিড কাপড়ে ফাঙ্গাস সৃষ্টি করে
ⓒ ঘামের কারণে কাপড় কুঁচকে যায়
ⓓ ঘর্মাক্ত কাপড় পোকায় কাটে

১০৬. রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য কোনটি ব্যবহার করা উচিত? (জ্ঞান)
ⓐ অ্যামোনিয়া ⓑ তুষের জল
ⓒ সোডা ● রিঠা

১০৭. রঙিন রেশম বস্ত্র ধোয়ার ক্ষেত্রে শেষবার প্রক্ষালনের সময় ঠান্ডা পানিতে কী মেশানো উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
● লবণ ও ভিনিগার ⓑ অ্যামোনিয়া ও ভিনিগার
ⓒ বোরাক্স ও লবণ ⓓ অ্যামোনিয়া ও বোরাক্স

১০৮. রুমকি তার রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি ব্যবহার করবেন? (প্রয়োগ)
● গঁদ ⓑ ক্লোরিন
ⓒ নীল ⓓ লবণ

১০৯. কোন ধরনের বস্ত্র সর্বদা ছায়ায় শুকাতে হয়? (জ্ঞান)

● রেশমি ⓖ সুতি
ⓖ নাইলন ⓖ লিনেন

১১০. রেশমি কাপড় ইস্ত্রির সময় পানি ছিটানো যায় না। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ তন্তু দুর্বল হয় ● পানির ফোঁটায় দাগ বসে যায়
ⓖ কুঁচকে যায় ⓖ বেশি আর্দ্র হয়ে যায়

১১১. কোন ধরনের বস্ত্র আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ পশমি ● রেশমি
ⓖ সুতি ⓖ লিনেন

১১২. পশমি কাপড় ধোয়ার আগে কাগজে নকশা কেটে নিতে হয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আকৃতি ঠিক রাখা ⓖ স্থায়িত্ব বজায় রাখা
ⓖ ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি ⓖ জলীয়বাষ্প দূর করা

১১৩. জেট পাউডার পশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য উপযোগী কেন? (অনুধাবন)
ⓚ এটি বেশি ক্ষারযুক্ত ⓖ দাম কম
● কম ক্ষারযুক্ত ⓖ সহজলভ্য

১১৪. পশমি কাপড়ের আলগা ময়লা কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়? (অনুধাবন)
ⓚ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ● ব্রাশ করে
ⓖ হাত দিয়ে ঝেড়ে ⓖ রোদে দিয়ে

১১৫. সাদা পশম কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য পানিতে কোনটি ব্যবহার করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ নীল ● সাইট্রিক এসিড
ⓖ ভিনিগার ⓖ বোরাক্স

১১৬. রেশমি ও পশমি কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য ধোয়ার সময় কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্যটি ব্যবহার করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ নীল ⓖ মাড়
● ভিনিগার ⓖ বোরাক্স

১১৭. ধোয়া পশমি কাপড় থেকে পানি শোষণ করতে কোনটি দিয়ে জড়ানো হয়? (জ্ঞান)
ⓚ মোটা কাপড় ⓖ সুতি কাপড়
● তোয়ালে ⓖ লিনেন কাপড়

১১৮. রেশমি বস্ত্র ছায়ায় শুকাতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য
● বস্ত্রের উজ্জ্বলতা ঠিক রাখার জন্য
ⓖ নমনীয়তা রক্ষার জন্য
ⓖ মোলায়েম ভাব রক্ষার জন্য

১১৯. কোন বস্ত্র আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সুতি ⓖ লিনেন
ⓖ নাইলন ● রেশমি

১২০. কোন কাপড় উল্টা পিঠে মৃদু তাপে ইস্ত্রি করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সুতি ⓖ লিনেন
● রেশমি ⓖ পশমি

১২১. শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যতে পানি থাকলে কী হয়? (অনুধাবন)
ⓚ কাপড়ের আকৃতি ঠিক থাকবে না
● কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হবে না
ⓖ কাপড়ের রং নষ্ট হয়ে যাবে
ⓖ কাপড়ের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাবে

১২২. রেশমি, পশমি কাপড় ধোয়ার সময় বেনজল, পেট্রোল ব্যবহার করা হয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● শুষ্ক ধৌতকরণ ⓖ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি
ⓖ কোমলীয়তা বৃদ্ধি ⓖ কাঠিন্য ঠিক রাখা

১২৩. সিরাজ আলী তার লন্ড্রিতে বস্ত্র শুষ্কভাবে ধৌতের জন্য সস্তা এক ধরনের পদার্থ ব্যবহার করেন। ওই পদার্থের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির? (প্রয়োগ)
ⓚ পেট্রলিয়াম ইথার ● পেট্রল
ⓖ বেনজিন ⓖ বেনজল

১২৪. শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়টি পাত্রে পানিশূন্য তরল পদার্থ ঢালতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ২ ⓖ ৩
● ৪ ⓖ ৫

১২৫. কোন ধরনের বস্ত্র আস্তে থুপে থুপে ধুতে হয়? (জ্ঞান)
● পলিয়েস্টার ⓖ লিনেন
ⓖ রেশমি ⓖ পশমি

১২৬. নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড় ইস্ত্রি করতে হয় না কেন? (অনুধাবন)
● কুঞ্চন পড়ে না বলে
ⓖ কম দামি বলে
ⓖ তাপ সহ্য করতে পারে না বলে
ⓖ রং নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর------- //

১২৭. পরিষ্কার করার পূর্বে কাপড়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মেরামত করা
ii. তন্তু অনুযায়ী পরিষ্কারক দ্রব্য নির্ধারণ
iii. বস্ত্রের রং, প্রকৃতি, আকার ঠিক রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১২৮. বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে বাছাই করতে হয় বস্ত্রের– (অনুধাবন)
i. রং অনুযায়ী
ii. আকার অনুযায়ী
iii. ময়লা অনুযায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৯. ধৌতের পূর্বে কাপড়ের প্রয়োজনীয় মেরামত করে না নিলে– (অনুধাবন)
i. ছেঁড়া অংশ আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে
ii. পোশাক পরিধানের অযোগ্য হতে পারে
iii. অন্য কাপড়ের রং লেগে যেতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩০. ফারহানা বেগম বস্ত্র ধৌতের পূর্বে প্রয়োজনীয় মেরামত করে নেন। উক্ত মেরামত নির্দেশ করছে– (প্রয়োগ)
i. হুক লাগানো
ii. ছেঁড়া স্থানে রিফু করে রাখা
iii. ছেঁড়া বস্ত্র আলাদা করে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩১. রিফু করার সময় এক হতে হয়– (অনুধাবন)
i. নকশার রং
ii. সুতার রং
iii. কাপড়ের রং
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩২. বস্ত্রে তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়– (অনুধাবন)
i. ছিদ্র হলে
ii. পুড়ে গেলে

iii. পোকায় কাটলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৩. তালি দেওয়ার আগে টুকরা কাপড়টি– (অনুধাবন)
i. নকশা করতে হবে
ii. ধুতে হবে
iii. ইস্ত্রি করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. কাপড়ে তালি দেওয়া হয়– (অনুধাবন)
i. ছেঁড়া স্থান সুতার সাহায্যে ভরাট করে
ii. ছেঁড়া স্থানে দুই পরতা কাপড় লাগিয়ে
iii. বড় স্টিকার দিয়ে ভরাট করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. বস্ত্র ধৌতকরণের জন্য উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য সংগ্রহ করতে নাবিলা যেসব বিষয় বিবেচনা করবেন– (প্রয়োগ)
i. বস্ত্রের তন্তুর প্রকৃতি
ii. ময়লার ধরন
iii. বস্ত্রের রং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৬. কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)
i. অ্যামোনিয়া
ii. নীল
iii. মাড়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. কাপড়ে সাবান মাখানোর পর প্রায় আধাঘণ্টার মতো রেখে দিতে হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়
ii. কাপড়ের ময়লা আলগা হয়
iii. কাপড় ভালো পরিষ্কার হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. বেশি ময়লা কাপড় সাবান পানিতে দেওয়ার আগে ঈষদুষ্ণ পানিতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে– (অনুধাবন)
i. কাপড়ের ময়লা আলগা হয়
ii. কাপড় ভালো পরিষ্কার হয়
iii. সাবান কম খরচ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৯. প্রক্ষালন করা হয়– (অনুধাবন)
i. ময়লা ছাড়ানোর জন্য
ii. সাবান ছাড়ানোর জন্য
iii. সাবান খরচ কমানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. নীল ও মাড় প্রয়োগ করে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা যায়– (অনুধাবন)
i. সুতি সাদা কাপড়ের
ii. সুতি কালো কাপড়ের
iii. পশমি নীল কাপড়ের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. ধোয়ার পর কাপড় ভালোভাবে না শুকালে– (অনুধাবন)
i. ধবধবে ভাব আসে না
ii. কড়কড়ে ভাব আসে না
iii. স্যাঁতসেঁতে গন্ধ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪২. ছায়ায় শুকানো ভালো– (অনুধাবন)
i. সাদা কাপড়
ii. রঙিন কাপড়
iii. রেশমি কাপড়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. কাপড় ইস্ত্রি করতে হয়– (অনুধাবন)
i. মসৃণ করার জন্য
ii. কুঞ্চন সৃষ্টির জন্য
iii. পরিপাটি করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য ব্যবহার করতে হয়– (অনুধাবন)
i. ঠান্ডা পানি
ii. মৃদু গরম পানি
iii. কম ক্ষারযুক্ত সাবান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৫. রঙিন রেশমি কাপড়ের উজ্জ্বলতা ঠিক রাখতে শেষবার প্রক্ষালনের সময় শিমু পানিতে ব্যবহার করবে– (প্রয়োগ)
i. রিঠা
ii. লবণ
iii. ভিনিগার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. রেশমি বস্ত্রে গঁদ ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)
i. কাঠিন্য সৃষ্টি করতে
ii. সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে
iii. ধবধবে ভাব ফিরিয়ে আনতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৭. রেশমি কাপড় ইস্ত্রি করতে হয়– (অনুধাবন)
i. মৃদু তাপে
ii. উল্টা পিঠে
iii. পানি ছিটিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৮. পশম তন্তুকে দুর্বল করে– (অনুধাবন)
i. পানি

ii. উত্তাপ
iii. ঘর্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৯. পশমি কাপড় ধোয়ার সময় লায়লা ব্যবহার করবে– (প্রয়োগ)
i. ঈষদুষ্ণ পানি
ii. অধিক গরম পানি
iii. কম ৰারযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫০. পশমি কাপড় ধোয়ার পর এগুলোর আকৃতি প্রায়ই ঠিক থাকে না। তাই এসব বস্ত্র ধোয়ার ৰেত্রে যা করণীয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. ধোয়ার আগে কাপড়ের নকশা কাগজে এঁকে রাখা
ii. ধোয়ার পর কাপড় কাগজের নকশার ওপর রেখে টেনে ঠিক করা
iii. শুকানোর পর হাল্কাভাবে ব্রাশ করে কাপড়ের ময়লা দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫১. পশমি কাপড় ধোয়ার সময় কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে শাহিদা পানিতে মেশাতে পারে– (প্রয়োগ)
i. অ্যামোনিয়া
ii. লেবুর রস
iii. সাইট্রিক এসিড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫২. ধোয়ার পর পশমি কাপড়ের পানি বের করতে হয়– (অনুধাবন)
i. নিংড়িয়ে
ii. মোটা তোয়ালে পেঁচিয়ে
iii. হাত দিয়ে চেপে চেপে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৩. পশমি বস্ত্র শুকাতে হয়– (অনুধাবন)
i. কড়া রোদে
ii. মৃদু সূর্য কিরণে
iii. আলো বাতাসপূর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. পশমি বস্ত্র ইস্ত্রি করতে হয়– (অনুধাবন)
i. হালকা চাপে
ii. কিছুটা আর্দ্র অবস্থায়
iii. উল্টা পিঠ দিয়ে মৃদু তাপে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৫. রেশমি ও পশমি কাপড় পরিষ্কার করার ৰেত্রে শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। কারণ এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পরিষ্কারক দ্রব্য কেনার খরচ কমে
ii. কাপড়ের আকার আকৃতি ঠিক থাকে
iii. কাপড়ের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৬. শুষ্ক ধৌতকরণে ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)
i. পেট্রলিয়াম ইথার
ii. বেনজিন
iii. বেনজল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর-------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিমা বেগম তার পরিবারের কাপড়গুলো ময়লা হলে আলাদাভাবে ভাগ করে ধৌত করেন। তিনি ছেঁড়া কাপড়গুলো ধৌত করার আগে ঠিক করে নেন।

১৫৭. রহিমা বেগম ছেঁড়া কাপড়গুলো ধৌত করার আগে কী করেন? (প্রয়োগ)
ক বোতাম লাগান খ সুতা লাগান
● রিফু করেন ঘ ফ্লপ লাগান

১৫৮. উক্ত কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য তার প্রয়োজন হয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. সুচ
ii. সুতা
iii. টুকরা কাপড়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আরিফা খাতুন তার সংসারের সকল কাজ অত্যন্ত দৰতার সাথে করে থাকেন। একদিন তার ছেলে মাঠে খেলতে গেলে তারের খোঁচায় প্যান্টটি ফেঁসে যায়। আরিফা খাতুন সেখানে একটা সুন্দর স্টিকার লাগিয়ে দেন।

১৫৯. আরিফা খাতুন তার ছেলের প্যান্টটিকে কীভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তুললেন? (প্রয়োগ)
ক রিফু করে ● তালি দিয়ে
গ সেলাই করে ঘ জোড়া দিয়ে

১৬০. ওই কাজটি আরিফা খাতুন সাধারণত যেসব ৰেত্রে করে থাকেন তা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. কাপড়ের কোনো অংশ পুড়ে গেলে
ii. কাপড়ের কোনো অংশ ছিঁড়ে গেলে
iii. কাপড়ের কোনো অংশ ছিদ্র হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–৩ : সংরক্ষণ

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৬১. সঠিক নিয়মে কাপড় রেখে দিতে হয় কেন? (জ্ঞান)
ক প্রৰালনের জন্য খ যত্নের জন্য
গ পারিপাট্যের জন্য ● সংরৰণের জন্য

১৬২. সঠিক নিয়মে বস্ত্র রেখে দেওয়াকে এক কথায় কী বলে? (জ্ঞান)
ক মেরামত করা ● সংরৰণ
গ ধোঁয়া ঘ ড্রাইওয়াশ

১৬৩. বাড়িতে আমরা কোনটি পরিধান করি? (জ্ঞান)
● ঘরোয়া পোশাক খ মৌসুমি পোশাক
গ বাইরের পোশাক ঘ উৎসবের পোশাক

১৬৪. কাপড় সংরৰণের একক হিসেবে কোনটি ব্যবহার হয়? (অনুধাবন)
ক আলনা ● আলমারি
গ চেয়ার ঘ দড়ি

১৬৫. বড় কাপড়, ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরৰণ করলে কী হয়? (অনুধাবন)
ক কাপড় ভালো থাকে
● কাপড় খুঁজে পাওয়া সহজ হয়
গ কাপড় সংরৰণে কম জায়গা লাগে

ঘ কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়

১৬৬. সংরক্ষণ করা কাপড় মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ক ব্যবহারোপযোগী করার জন্য
খ সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য
● স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার জন্য
ঘ ফাঙ্গাস থেকে রক্ষার জন্য

১৬৭. পশমি বস্ত্র কোন ঋতুতে ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক গ্রীষ্মকাল খ বর্ষাকাল
● শীতকাল ঘ বসন্তকাল

১৬৮. মথ পোকা কোন ধরনের বস্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু? (জ্ঞান)
ক সুতি খ লিনেন
গ রেশমি ● পশমি

১৬৯. পশমি কাপড় সঠিকভাবে ধুয়ে শুকাতে হয়। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক তেলাপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা
খ গুটিপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা
● মথপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা
ঘ ফাঙ্গাস থেকে রক্ষা করা

১৭০. পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট রাখতে হয় কীভাবে? (জ্ঞান)
● আলমারিতে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে
খ বাক্সে ভাঁজ করে
গ লেপের কভার বা কম্বলের সাথে ভাঁজ করে
ঘ দেয়ালে ঝুলিয়ে

১৭১. ইস্ত্রি করা রেশম কাপড়ের জলীয়বাষ্প দূর করে নিতে হয়। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ফাঙ্গাস থেকে রক্ষা খ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি
গ কাঠিন্য ঠিক রাখা ঘ স্থায়িত্ব বৃদ্ধি

১৭২. রেশমি কাপড়ের চরম শত্রুর কোনটি? (জ্ঞান)
ক মথপোকা খ গুটিপোকা
গ তেলাপোকা ● রুপালি পোকা

১৭৩. রেহানা তার শাড়ি আর্দ্র স্থানে রাখায় রুপালি পোকা কাটে। তার শাড়িটি কোন তন্তুর তৈরি? (প্রয়োগ)
ক সুতি খ নাইলন
● রেশম ঘ পশম

১৭৪. রেশমি বস্ত্র সংরক্ষণের স্থানটি আর্দ্রতামুক্ত হতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ক তেলাপোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য
● রুপালি পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য
গ মথ পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য
ঘ রেশম পোকার হাত থেকে রক্ষার জন্য

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর------- //

১৭৫. কাপড় সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়– (অনুধাবন)
i. উজ্জ্বলতা রক্ষার জন্য
ii. সৌন্দর্য রক্ষার জন্য
iii. স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৬. কাপড় সংরক্ষণের একক হিসেবে জুবেদা বেগম ব্যবহার করতে পারবেন– (প্রয়োগ)
i. আলনা
ii. সুটকেস
iii. কাঠের আলমারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. লেপের কভার, বিছানার চাদর ইত্যাদিকে বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে রক্ষা করা যায়। এ ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শুকনো চা পাতা
ii. নিমপাতা
iii. তুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. কাপড় সংরক্ষণের সময় লক্ষণীয় বিষয় হলো– (অনুধাবন)
i. কাপড়ের ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হয়
ii. ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় ধুতে হয়
iii. বড় ও ছোট কাপড় ভাগে ভাগে রাখতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৯. পশমি বস্ত্র– (অনুধাবন)
i. তুলনামূলকভাবে দামি
ii. শীতকাল ছাড়া অন্য সময় ব্যবহৃত হয় না
iii. সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে অনেক দিন টেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮০. পশমি কাপড় সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য মালিহা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রাখবেন– (প্রয়োগ)
i. কালোজিরা
ii. নিমপাতা
iii. তামাক পাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮১. রেশমি বস্ত্র সংরক্ষণ করার আগেই নিয়মানুযায়ী যে কাজগুলো করে নিতে হয়– (অনুধাবন)
i. ধৌতকরণ
ii. শুকনো
iii. ইস্ত্রি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮২. মোহনা তার রেশমি বস্ত্রটি জলীয়বাষ্প মুক্ত না করেই আলমারিতে তুলে রেখেছিল তার ফলে বস্ত্রটি– (প্রয়োগ)
i. দুর্বল হয়ে গেছে
ii. ফেঁসে গেছে
iii. রং উজ্জ্বল হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর-------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রেখা গত বছর শীতে তার পশমি বস্ত্রটি ব্যবহার করে তুলে রেখেছিল। এ বছর বের করে ব্যবহারের সময় দেখে বস্ত্রটি নষ্ট হয়ে গেছে।

১৮৩. রেখার ব্যবহৃত পোশাকটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক ঘরোয়া পোশাক খ বাইরের পোশাক
● মৌসুমি পোশাক ঘ উৎসবের পোশাক

১৮৪. রেখার পোশাক নষ্ট হওয়ার যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি
ii. রোদে দেওয়া হয়নি

iii. ধোয়া হয়নি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–৪ : পারিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৮৫. শারীরিক সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয় কখন? (জ্ঞান)
● শরীর সুস্থ থাকলে খ মন সুস্থ থাকলে
গ উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে ঘ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকলে

১৮৬. কোনটি শৈল্পিকভাবে পরিপাটি থাকতে তাগিদ সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)
ক সুস্থ দেহ খ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
● সুস্থ মন ঘ উপযুক্ত পরিবেশ

১৮৭. বাঙালি মেয়েদের কোন পোশাকে বেশি ভালো লাগে? (অনুধাবন)
ক জিন্সে খ ফতুয়ায়
● শাড়িতে ঘ শার্টে

১৮৮. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কোনটি? (জ্ঞান)
● সুস্বাস্থ্য খ সুন্দর চেহারা
গ দামি পোশাক ঘ প্রচলিত পোশাক

১৮৯. দেহের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
ক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য খ পোশাক ফিটিং হওয়ার জন্য
● সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য ঘ মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের জন্য

১৯০. দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য কোনটি? (অনুধাবন)
ক শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা খ মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা
● ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বজায় রাখা ঘ পারিবারিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা

১৯১. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রথমে কোনটি আসে? (জ্ঞান)
● হাত খ পা
গ দাঁত ঘ চোখ

১৯২. হাতের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হবে? (জ্ঞান)
ক তেল খ পেট্রলিয়াম জেলি
● লোশন ঘ গিরসারিন

১৯৩. জামিলা বেগম তার হাত থেকে বিভিন্ন তরকারির কষ দূর করতে কোনটি ব্যবহার করবেন? (প্রয়োগ)
ক হ্যান্ডওয়াশ ● লেবু
গ মধু ঘ ভিনিগার

১৯৪. হাতে মশলার দাগ কীভাবে দূর করতে? (অনুধাবন)
ক বিশেষ ক্রিম ব্যবহার করে খ লোশন ব্যবহার করে
গ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ● লেবু দিয়ে ঘষতে হয়

১৯৫. পায়ে তেল, লোশন বা গিরসারিন ব্যবহার করতে হয় কেন? (অনুধাবন)
● মসৃণতা রক্ষার জন্য খ ময়লা পরিষ্কারের জন্য
গ ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য

১৯৬. পায়ের ময়লা ও ক্লান্তি দূর করতে ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে লবণ গুলে কত মিনিট পা ডুবিয়ে রাখতে হয়? (জ্ঞান)
ক ১৫–২০ খ ২০–২৫
গ ২৫–৩০ ● ৩০–৩৫

১৯৭. দাঁত মাজার জন্য কী ব্যবহার করা উত্তম? (জ্ঞান)
ক ছাই খ কয়লা
● পেস্ট ঘ পোড়ামাটি

১৯৮. মানুষের কোন অঙ্গ সবচেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও কোমল? (জ্ঞান)
● চোখ খ মাথা
গ নাক ঘ গলা

১৯৯. প্রতিদিন ভোরে চোখ পরিষ্কার করে কিসের ঝাপটা দিতে হবে? (জ্ঞান)
ক গরম পানি ● ঠান্ডা পানি
গ ডাবের পানি ঘ ঈষদুষ্ণ পানি

২০০. নীল বা সবুজ আলো চোখের জন্য উপকারী। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● চোখে স্নিগ্ধ অনুভূতি আনে খ ক্লান্তি দূর করে
গ চোখ পরিষ্কার রাখে ঘ চোখ সুস্থ থাকে

২০১. চোখের সুস্থতার জন্য কোন ভিটামিনের প্রয়োজন? (জ্ঞান)
● 'এ' খ 'বি'
গ 'সি' ঘ 'কে'

২০২. চুলের মসৃণতা বৃদ্ধি করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক ভিটামিন 'এ' জাতীয় খাবার গ্রহণ করে
● নিয়মিত তেলের সাথে লেবুর রস, টক দই ব্যবহার করে
গ ডিমের কুসুম, নিমপাতার পানি ব্যবহার করে
ঘ মশুরের ডালের পানি, মেথি বাটা ব্যবহার করে

২০৩. প্রাকৃতিক উপকরণ হিসেবে চুল ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা যায় কোনটি? (জ্ঞান)
ক চিনির পানি খ সোডার পানি
● ডালের পানি ঘ ডাবের পানি

২০৪. কোন ভিটামিনযুক্ত খাবার খেলে চুল ভালো থাকে? (জ্ঞান)
● 'এ' খ 'বি'
গ 'সি' ঘ 'ডি'

২০৫. গলার সুস্থতায় কোনটি ভালো? (জ্ঞান)
ক লবণযুক্ত ঠান্ডা পানি ● লবণযুক্ত গরম পানি
গ ফুটন্ত গরম পানি ঘ লেবুর রস মিশ্রিত পানি

২০৬. পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ত্বক কেমন হয়? (অনুধাবন)
ক ফর্সা খ কোমল
গ শ্যামলা ● নীরোগ

২০৭. কোন অভ্যাস ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়? (জ্ঞান)
ক ভোরে গোসল ● নিয়মিত গোসল
গ দামি সাবান ব্যবহার ঘ ভালো সুগন্ধি ব্যবহার

২০৮. কোনটি পারিপাট্যের অন্তরায়? (জ্ঞান)
ক পরিষ্কার পোশাক খ দামি পোশাক
গ উজ্জ্বল পোশাক ● অপরিচ্ছন্ন পোশাক

২০৯. পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা জরুরি কেন? (অনুধাবন)
● দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করতে
খ দৈহিক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে
গ ত্বককে পরিষ্কার রাখতে
ঘ দেহকে ময়লা থেকে দূরে রাখতে

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ------- //

২১০. কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পরিপাট্য বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. দেহের সাথে মানানসই পোশাক
ii. দেহের সাথে মানানসই প্রসাধনী
iii. দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১১. পারিপাট্যের জন্য শামীমার নিয়মিত যা করা প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
i. পোশাক পরিচ্ছদ ধোয়া
ii. পোশাক পরিচ্ছদ ইস্ত্রি করা
iii. পোশাক পরিচ্ছদ মেরামত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১২. পোশাক পরার সময় বিবেচনা করতে হয়– (অনুধাবন)
i. দেহের আকার
ii. এর স্থায়িত্ব
iii. উপলব্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৩. পরিপাটি হওয়ার জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. দামি পোশাক
ii. প্রচলিত পোশাক
iii. সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৪. সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. দেহের পরিচ্ছন্নতা
ii. মনের পরিচ্ছন্নতা
iii. দেহের যত্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৫. হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য লৰণীয় বিষয়গুলো হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. নখ কেটে ছোট রাখতে হবে
ii. হাত সাবান দিয়ে ভালো করে ধুতে হবে
iii. তরকারি বা মশলার দাগ লাগলে লেবুর রস দিয়ে তুলতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৬. হাতে অনেক সময় লেবু দিয়ে ঘষতে হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. তরকারির কষের দাগ দূর হয়
ii. মশলার দাগ দূর করা
iii. পোড়া দাগ দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৭. ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে পা ভিজালে– (অনুধাবন)
i. ময়লা দূর হয়
ii. ক্লান্তি দূর হয়
iii. মসৃণতা রৰা পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৮. পায়ের মসৃণতা রৰা করা যায়– (অনুধাবন)
i. গিরসারিন ব্যবহার করে
ii. ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে পা ডুবিয়ে
iii. লোশন ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৯. দাঁতের যত্ন নেওয়ার জন্য মীরা প্রতিদিন– (প্রয়োগ)
i. মানসম্মত পেস্ট ব্যবহার করবে
ii. খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করবে
iii. লবণ পানি দিয়ে গড়গড়া করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২০. সুস্থতার পরিচয় বহন করে– (অনুধাবন)
i. স্বচ্ছ চোখ
ii. চকচকে চোখ
iii. উত্তেজনাপ্রবণ কালিমাবিহীন চোখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২১. চোখের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. চোখ পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দেওয়া
ii. কাজের জায়গায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করা
iii. ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২২. নীল বা সবুজ আলো চোখের জন্য ভালো। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. চোখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে
ii. স্নিগ্ধ অনুভূতি আনে
iii. ক্লান্তি দূর করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৩. চোখের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত– (অনুধাবন)
i. চোখ চুলকালে
ii. চোখ লাল হলে
iii. চোখ দিয়ে পানি পড়লে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৪. চুলের খুশকি দূর করা যায়– (অনুধাবন)
i. লেবুর রস ব্যবহার করে
ii. চায়ের লিকার ব্যবহার করে
iii. মেথি বাটা ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৫. লাবনী চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করবে– (প্রয়োগ)
i. লেবুর রস
ii. চায়ের লিকার
iii. টক দই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৬. চুলের যত্নে লেবুর রস ব্যবহার করা যায়। এৰেত্রে চুলে লেবুর রস ব্যবহারের যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. খুশকি দূর করা
ii. মসৃণতা বৃদ্ধি করা
iii. গোড়া মজবুত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৭. ত্বকের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. নিয়মিত গোসল করা
ii. ৰারহীন সাবান ব্যবহার করা
iii. বেশি গরম পানি ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৮. রৰমানা তার ত্বকের মসৃণতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করবে– (প্রয়োগ)
i. ক্রিম
ii. গিরসারিন
iii. ফেসওয়াশ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৯. পোশাক মানুষের– (অনুধাবন)
i. দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে
ii. দেহের পরিচ্ছন্নতাকে রক্ষা করে
iii. দেহের পারিপাট্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর-------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩০ ও ২৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আবিদা তার দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের ব্যাপারে খুব সচেতন। সে নিয়মিত তার নখ কেটে ছোট রাখে ও হাতে লোশন ব্যবহার করে। এছাড়া সে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার বেশি খায়।

২৩০. আবিদা হাতে প্রসাধনী ব্যবহার করে কেন? (প্রয়োগ)
● মসৃণতার জন্য ⓚ পরিচ্ছন্নতার জন্য
ⓖ দেখতে সুন্দর করার জন্য ⓘ রং উজ্জ্বল করার জন্য

২৩১. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের ফলে আবিদার– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চুল ভালো থাকে
ii. চোখ ভালো থাকে
iii. দাঁত ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ–৫ : পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর---------- //

২৩২. পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটি অপরিহার্য কী? (জ্ঞান)
ⓚ শর্ত ⓚ বৈশিষ্ট্য
ⓖ উপকরণ ● অঙ্গ

২৩৩. সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ সামাজিকতা ⓚ অসামাজিকতা
● ব্যক্তিত্ব ⓘ মানবিকতা

২৩৪. কোনটির মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতি প্রকাশ করে? (জ্ঞান)
ⓚ সুন্দর ত্বক ⓚ সুবিন্যস্ত চুল
ⓖ সুস্বাস্থ্য ● পোশাক

২৩৫. কোন ধরনের পোশাক পরলে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে? (জ্ঞান)
ⓚ পুরাতন ● নতুন
ⓖ দামি ⓘ আধুনিক

২৩৬. পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে হয়। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ নিজেকে আড়াল করতে শেখায়
ⓚ মন প্রফুল্লের ভরে দেয়
● নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়
ⓘ নিজেকে লম্বাভাবে প্রকাশ করা যায়

২৩৭. মোটা, খাটো দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য ছোট ছাপা জমিনের বস্ত্র পরিধান করতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ আরও মোটা দেখানোর জন্য ● কিছুটা পাতলা ভাব আনার জন্য
ⓖ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ⓘ চেহারায় উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য

২৩৮. লম্বা মেয়েদের জন্য কেমন রেখার পোশাক উপযোগী? (জ্ঞান)
ⓚ লম্বা রেখা ● আড়াআড়ি রেখা
ⓖ বক্ররেখা ⓘ সমান্তরাল রেখা

২৩৯. মিসেস শরিফা তার দেহের স্থূলভাব ঢাকার জন্য কোন রঙের পোশাক পরবে? (প্রয়োগ)
● সবুজ ⓚ লাল
ⓖ হলুদ ⓘ কালো

২৪০. খাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য কোন রঙের পোশাক মানানসই? (জ্ঞান)
ⓚ সবুজ, কালো, সাদা ● লাল, হলুদ, কমলা
ⓖ নীল, বেগুনি, খয়েরি ⓘ গোলাপি, সবুজ, নীল

২৪১. সব রঙের পোশাক কাদের মানায়? (জ্ঞান)
● উজ্জ্বল বর্ণের ⓚ উজ্জ্বল শ্যামলা বর্ণের
ⓖ কালো বর্ণের ⓘ শ্যামলা বর্ণের

২৪২. কোন রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ লাল ⓚ হলুদ
ⓖ হালকা ● উজ্জ্বল

২৪৩. শোক অনুষ্ঠানে কোন রঙের পোশাক পরতে হয়? (অনুধাবন)
ⓚ গাঢ় ⓚ লাল
ⓖ উষ্ণ ● হালকা

২৪৪. সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে কোনটি? (জ্ঞান)
● এলোমেলো চুল ⓚ পরিপাটি পোশাক
ⓖ উজ্জ্বল চোখ ⓘ লম্বা চুল

২৪৫. সাজসজ্জায় আনুষঙ্গিক উপকরণের সমন্বয় ঘটাতে হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য
ⓚ দেহের বর্ণ উজ্জ্বল দেখানোর জন্য
ⓖ দেহাকৃতি লম্বা দেখার জন্য
● পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ঐক্য স্থাপনের জন্য

২৪৬. শোক অনুষ্ঠানে সাদাসিধে পোশাক পরিধান করতে হয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কোনটি হতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ নিজেকে শোকাতুর করে তোলা
● সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটানো
ⓖ নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা
ⓘ আভিজাত্য বজায় রাখা

২৪৭. কত ধরনের ব্যক্তিত্বের লোক রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ২ ● ৩
ⓖ ৪ ⓘ ৫

২৪৮. সাজসজ্জায় পরিপাট্য সৃষ্টির অন্যতম শর্ত কী? (জ্ঞান)
● পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ⓚ সুস্থ মন
ⓖ সুস্থ দেহ ⓘ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর------- //

২৪৯. পোশাক পরিধান মানুষের– (অনুধাবন)
i. মৌলিক অধিকার
ii. সামাজিক অধিকার
iii. মানবিক অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫০. পুরাতন পোশাক বদলিয়ে নতুন পোশাক পরলে– (অনুধাবন)
i. মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে
ii. চেহারায় উজ্জ্বলতা দেখা দেয়
iii. মনে সংশয় থাকে না
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫১. পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে– (অনুধাবন)
i. মনে কোনো সংশয় থাকে না
ii. ব্যক্তিত্বে সাবলীলভাব ফুটে ওঠে
iii. নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫২. পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে– (অনুধাবন)
i. মনে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়
ii. ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়

iii. নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৩. ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে পোশাকের– (অনুধাবন)
i. রং
ii. স্থায়িত্ব
iii. নকশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৪. খাটো আকৃতির সোহানাকে লম্বা দেখাবে– (অনুধাবন)
i. লম্বা পোশাকে
ii. খাড়া রেখার পোশাকে
iii. চেক বা ডুরে কাপড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৫. শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের উজ্জ্বল দেখায়– (অনুধাবন)
i. হালকা গোলাপি রঙের পোশাক দ্বারা
ii. হালকা হলুদ রঙের পোশাক দ্বারা
iii. গাঢ় লাল রঙের পোশাক দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৬. দেহের ত্বক, চুলের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে ঢেকে রাখা যায় দেহের– (অনুধাবন)
i. সৌন্দর্য
ii. ক্ষীণতা
iii. স্থূলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৭. সায়মা খাটো ও পাতলা। তার জন্য উপযোগী রং হলো– (অনুধাবন)
i. লাল ii. সবুজ
iii. কমলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৮. সুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী– (অনুধাবন)
i. উগ্র পোশাক ii. অমার্জিত পোশাক
iii. পরিপাটি পোশাক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৯. পোশাকের মাধ্যমে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে– (অনুধাবন)
i. এলোমেলো চুল
ii. কালিমাবিহীন চোখ
iii. ময়লাযুক্ত বড় বড় নখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর-------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬০ ও ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাহিদা তার ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লম্বা। সে দেখতে হালকা পাতলা। সে তার বান্ধবীদের সাথে বৈশাখী পোশাক কিনতে এসে বেশ ঝামেলায় পড়ল।

২৬০. জাহিদার জন্য কেমন গলার জামাকে তুমি সবচেয়ে বেশি সমর্থন দেবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ 'ভি' গলা ⓖ 'ইউ' গলা
ⓖ গোল গলা ● ছোট গলা

২৬১. জাহিদাকে যে ধরনের পোশাক মানাবে– (প্রয়োগ)
i. গাঢ় রং
ii. ছোট ছাপা
iii. ঢিলেঢালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ–৬ : অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

২৬২. গ্রামের মেয়েরা কী দিয়ে নকশী কাঁথা তৈরি করে? (জ্ঞান)
ⓚ ছেঁড়া কাপড় ● পুরাতন কাপড়
ⓖ নতুন কাপড় ⓘ দামি কাপড়

২৬৩. বড় বড় টুকরো কাপড় মেশিনে জোড়া লাগিয়ে টেবিল কভার তৈরি করা হয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ⓖ টেবিলের কভারে বৈচিত্র্য আনয়ন
● অপ্রয়োজনীয় কাপড়ের সদ্ব্যবহার ⓘ গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য আনয়ন

২৬৪. ঝুমুর নিচের কোনটি দিয়ে পাপোস তৈরি করতে পারবে? (প্রয়োগ)
ⓚ পুরাতন শার্ট ● পুরাতন শাড়ি
ⓖ নতুন কাপড় ⓘ পুরাতন প্যান্ট

২৬৫. পুরাতন শাড়ি দিয়ে পাপোস বানাতে পাপিয়া প্রথম কোন কাজটি করবে? (প্রয়োগ)
● শাড়ির এক মাথায় গিঁট দিবে ⓖ শাড়িটি লম্বালম্বিভাবে ভাগ করবে
ⓖ শাড়ি দিয়ে শক্তভাবে বেনি করবে ⓘ শাড়িতে সুঁচ দিয়ে নকশা করবে

২৬৬. পাপোস বানানোর জন্য শাড়িকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ২ ● ৩
ⓖ ৪ ⓘ ৫

২৬৭. পাপোস তৈরিতে কাপড়ের বেনী ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা কী দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয়? (জ্ঞান)
● সুতা ⓖ পিন
ⓖ আঠা ⓘ স্কচটেপ

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর------- //

২৬৮. পুরাতন বস্ত্র ফেলে রাখা হয়– (অনুধাবন)
i. রং চটে গেলে
ii. সামান্য ছিঁড়ে গেলে
iii. ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬৯. বর্তমানে নকশি কাঁথা ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)
i. সোফার কভার হিসেবে
ii. দেওয়াল সজ্জায়
iii. মেঝের আচ্ছাদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন–১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রবপা পরিবারের বড় মেয়ে। ঘরের বিভিন্ন কাজের সাথে পরিবারের সদস্যদের পোশাকও তাকে পরিষ্কার করতে হয়। কয়েক দিন আগে কমলা রঙের রেশমি কাপড়টি ধোয়ার পর তিনি দেখতে পান তার কাপড়টির রং উঠে গেছে এবং সাদা বরাউজে সে রং লেগে গেছে। কাপড়টিও সংকুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি।

ক. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক করতে কী ব্যবহার করা হয়?
খ. কাপড়ে রিফু করা হয় কেন?
গ. নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রঙিন রেশমি বস্ত্রটি যথাযথ নিয়মে ধোয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল– এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক করতে এরারবটের দ্বারা তৈরি মাড় ব্যবহার করা হয়।

খ. কাপড়ের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে কাপড়টি ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তখন উক্ত কাপড়টিকে সংস্কারের মাধ্যমে নতুনভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য কাপড়ে রিফু করা হয়। এজন্য কাপড়ের সুতা অনুযায়ী সুচ ও সুতা প্রয়োজন হয়। তাছাড়া রিফু করার সুতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয়।

গ. নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট না হওয়ার কারণ হলো উক্ত কাপড়গুলো কৃত্রিম তন্তুর তৈরি কাপড়। এ ধরনের তন্তুর কাপড় পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজেই নষ্ট হয় না রংও ওঠে না। তাই রেশম, পশম বা সুতি কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে যেমন নিয়ম মানতে বা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড় ধোয়ার সময় তেমন কোনো নিয়ম মানা বা সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। এসব কাপড় বেশি ময়লা হলে ঈষদুষ্ণ সাবান পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার করা যায়। ধোয়ার পর কুঞ্চন পড়ে না বলে ইস্ত্রি না করলেও চলে। উদ্দীপকে রুপা কমলা রঙের রেশমি কাপড়ের সাথে সাদা রঙের বরাউজ এবং নাইলন ও পলিয়েস্টারের কিছু কাপড় এক সাথে ধোয়ার পর দেখতে পান রেশমি কাপড়টি থেকে রং ওঠে সাদা রঙের বরাউজে লেগে গেছে এবং কাপড়টিও কুঁচকে গেছে। কিন্তু নাইলন বা পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি। কারণ সেগুলো কৃত্রিম তন্তুর তৈরি কাপড়।

ঘ. উদ্দীপকে রবপার রঙিন রেশমি বস্ত্রটি যথাযথ নিয়মে ধোয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। এ বিষয়ে আমি পুরোপুরি একমত। কারণ, রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়। কারণ, রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং ওঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধৌত করা হলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া সব সময় রেশমি বস্ত্রে মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য ডিটারজেন্ট হিসেবে রিঠা, ভালো সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। এ ধরনের যে কোনো একটি পরিষ্কারক উপকরণ প্রয়োগ করে সামান্য মৃদু পানি সহযোগে অল্প সময় ধরে নেড়েচেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়। তাছাড়া ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় গামলা বা বালতিতে পরিষ্কার পানিতে একাধিকবার নেড়েচেড়ে নিতে হয়। রঙিন কাপড়ের বেলায় শেষবার প্রক্ষালনের সময় ঠান্ডা পানিতে প্রতি গ্যালনে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নিতে হয়। এতে রঙিন রেশমের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। রেশমি বস্ত্রের আকৃতি ও রং ঠিক রাখার জন্য এই নিয়মগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু উদ্দীপকে রুপা কমলা রঙের রেশমি কাপড়ের সাথে সাদা রঙের বরাউজ ও কিছু নাইলন ও পলিয়েস্টারের কাপড় ধোয়ার জন্য একসাথে সাবান পানিতে ভিজিয়ে রাখেন। এতে কমলা রঙের রেশমি কাপড়টির রং উঠে যায়। তাছাড়া সাদা ও রঙিন রেশমি কাপড় ভিন্ন পাত্রে না ভিজানোতে কমলা রংটি সাদা বরাউজে লেগে যায়, ফলে বরাউজটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

তাই বলা যায় যে, রেশমি কাপড়টি যদি যথাযথ নিয়মে ধোয়া হতো, তাহলে কাপড়টি সংকুচিত হতো না বা রংও ওঠে যেত না।

প্রশ্ন–২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তানহা একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সাদা রঙের সালোয়ার–কামিজ পরে সাজসজ্জা করে উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর তাকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার মন খারাপ দেখে চাচি তাকে বললেন, 'পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক ও সাজসজ্জা ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে।'

ক. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কী?
খ. পোশাক–পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন কেন?
গ. তানহাকে বিমর্ষ দেখানোর কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তানহার জন্য চাচির মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সুস্বাস্থ্য।

খ. শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা দেহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করতে পারে না; এজন্য প্রয়োজন পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা। পোশাকের পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ পোশাক মানুষের দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সংরক্ষণ করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে বাধাপ্রাপ্ত করে। এই অপরিচ্ছন্নতা পোশাক পারিপাট্যের অন্তরায়। এজন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক–পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

গ. তানহাকে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বিমর্ষ দেখানোর কারণ হলো সে অনুষ্ঠানের সাথে মানানসই পোশাক পরিধান করে যায়নি। আমরা জানি, নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য মানুষ নিজেকে মনের মতো করে সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক–পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে। পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। আর মানানসই না হলে শরীর, মন আকৃষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাক নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু তানহা অনুষ্ঠানের ধরনটি বিবেচনা না করে হলুদের অনুষ্ঠানে সাদা সালোয়ার–কামিজ পরেছে। আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের জন্য এ ধরনের পোশাক একেবারেই বেমানান। এ কারণেই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে তানহাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

ঘ. তানহাকে হলুদের অনুষ্ঠানে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বলে তার চাচি বলেন, পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক ও সাজসজ্জা ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে। তার এই মন্তব্যটি তানহার জন্য উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়। কারণ পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের সুসম্পর্ক রয়েছে। পোশাক হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার। তাই উৎসব, অনুষ্ঠান, উপলৰ, স্থান, আবহাওয়া, দেহের আকার আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ফলে ব্যক্তিত্বের সাবলীল ভাব ফুটে ওঠে। অন্যদিকে পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই না হলে মনে অস্বস্তি ও জড়তা সৃষ্টি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। এৰেত্রে মানুষের মধ্যে নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে তানহা বিয়ের অনুষ্ঠানে সাদা সালোয়ার-কামিজ পরেছিল। এ ধরনের পোশাক হলুদের অনুষ্ঠানের জন্য একেবারেই বেমানান। তাই সাজসজ্জা করার পরও পরিবেশের সাথে পোশাক মানানসই না হওয়ায় অনুষ্ঠানে তানহাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে যদি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের উপযোগী উজ্জ্বল রঙের রঙিন পোশাক পরিধান করত তাহলে তার মন প্রফুল্ল থাকত এবং তাকে দেখতেও আকর্ষণীয় লাগত। তাই তানহার জন্য তার চাচির মন্তব্যটিই যথার্থ।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুফিয়া বেগম একজন সুগৃহিণী। পরিবারের অন্য সকল কাজের মতো কাপড় ধোয়ার কাজটিও তিনি নিজ হাতে করেন। এৰেত্রে তিনি কাপড়ের ধরনের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করেন। ঘরে পরার কাপড় ধোয়ার জন্য তিনি সবচেয়ে সহজলভ্য পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করেন। বাইরে পরার কাপড় ধোয়ার ৰেত্রে তিনি গুঁড়া সাবান, রিঠা ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, আনুষঙ্গিক দ্রব্য কাপড় ধোয়ায় গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। **[পাঠ : ১]**

ক. পোশাক ব্যক্তির কোন পরিচয় তুলে ধরে? ১

খ. আনুষঙ্গিক দ্রব্য হিসেবে স্টার্চের কাজ লেখ। ২

গ. সুফিয়া বেগম ঘরে পরার কাপড় ধোয়ার জন্য যে পরিষ্কারক দ্রব্যটি ব্যবহার করেন তার গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুফিয়া বেগমের মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশেৱষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রৰচি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে।

খ. স্টার্চ একটি পরিষ্কারক উপকরণ। চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরে আসে। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। স্টার্চ ব্যবহারের ফলে কাপড় সহজে ময়লা হয় না।

গ. সুফিয়া বেগম ঘরে পরার কাপড় ধোয়ার জন্য সবচেয়ে সহজলভ্য পরিষ্কারক দ্রব্য অর্থাৎ সাবান ব্যবহার করেন। কাপড় ধোয়ার ৰেত্রে এটি একটি উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। বাজারে বিভিন্ন প্রকার সাবান পাওয়া যায়। তবে সব ধরনের সাবান কাপড় ধোয়ার জন্য উপযোগী নয়। কারণ যে সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকে সে সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা যায় না। নিচে সুফিয়া বেগমের ব্যবহৃত সাবানের গুণাবলি ব্যাখ্যা করা হলো :

১. সাবানটি দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের নয়।
২. সাবানটি এত পরিমাণে শক্ত যে আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হয় না।
৩. সাবানের গা মসৃণ।
৪. সাবানটি পানির প্রসারণ ৰমতা ও ভিজানোর ৰমতা বাড়ায়।
৫. সাবানটি কাপড়ের ময়লাকে বের করে ধরে রাখে। ফলে কাপড়টি পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

ঘ. "আনুষঙ্গিক দ্রব্য কাপড় ধোয়ায় গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে"– সুফিয়া বেগমের এই মন্তব্যটি যথার্থ। কারণ কাপড় পরিষ্কার করার পর কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কাপড়ের তন্তুর ওপর ভিত্তি করে এসব দ্রব্য নির্বাচন করা হয়। বোরাক্স জলীয় দ্রবণ ৰারীয় তাই কাপড়ে কাঠিন্য ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়। এটি কাপড়ে দাগ তুলতেও ব্যবহৃত হয়। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরে আসে। এটি ব্যবহারের ফলে কাপড় সহজে ময়লা হয় না। রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে এবং বস্ত্রের উজ্জ্বলতা আনতে ব্যবহৃত হয়। নীল ব্যবহারের ফলে কাপড়ের হলদে ভাব কেটে নীলাভ শুভ্রতা দেখা যায়। কাপড়ে মোলায়েমকারক ব্যবহার করলে কাপড় নরম ও কোমল থাকে। তবে বেশি ব্যবহার করলে কাপড়ের পানি শোষণ ৰমতা হ্রাস পায়। কোনো সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক উপকরণ দিয়ে ধোয়া হয়। যেমন : ক্লোরিন, বিৱচিং। ভিনেগার কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনেগার মিশিয়ে ওই পানিতে কিছুৰণ রাখলে রং ফিরে আসে। রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণ ব্যবহার করা হয়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণ লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সুফিয়া বেগমের মন্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শায়লা পারভীন একটি যৌথ পরিবারের গৃহকর্ত্রী। পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি তিনি তাদের দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য তাদের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদের যত্ন নেন। তিনি বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দৰ। এ কারণে তার পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ সহজে নষ্ট হয় না। **[পাঠ : ১]**

ক. কিরূ প পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে? ১
খ. কাপড় ধোয়ার আনুষঙ্গিক দ্রব্য হিসেবে লবণের ব্যবহার লেখ। ২
গ. শায়লা পারভীনের পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ নষ্ট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "পোশাক পরিচ্ছদের যত্নে শায়লা পারভীন বিভিন্ন পরিষ্কারক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দৰ"– তুমি কি এ উক্তিটির সাথে একমত– বিশেৱষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

খ. কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য যেসব দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় লবণ তাদের মধ্যে অন্যতম। নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলিয়ে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। তাছাড়া কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।

গ. শায়লা পারভীনের পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ নষ্ট না হওয়ার কারণ হলো তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথোপযুক্তভাবে পোশাক পরিচ্ছদের যত্ন নেন। পোশাক পরিচ্ছদকে কর্মৰম, উপযোগী ও টেকসই রাখার জন্য যত্ন নেয়া অপরিহার্য। ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাকও পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন পুরাতন বা জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাককে উপযুক্ত সংস্কারের সাহায্যে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড় চোপড় অনেকদিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। শায়লা পারভীন তার পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ নিজ হাতে সঠিক নিয়মে পরিষ্কার করে সংৱৰণ করেন। পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার ৰেত্রে তিনি বস্ত্রের মান ও ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কার সামগ্রী ব্যবহার করেন। যেমন : সাবান, কাপড় কাচার সোডা, গুঁড়া সাবান, তুষের জল, অ্যামোনিয়া, রিঠা, সিনথেটিক, ডিটারজেন্ট, স্টার্চ, নীল, কাপড় মোলায়েমকারক, জীবাণুনাশক ভিনিগার ও লবণ। উপরিউক্ত আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করায় জীর্ণ ও পুরাতন পোশাক পরিচ্ছদ সহজে পরিষ্কার হয় এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরে আসে। তাই শায়লা পারভীনের পরিবারের পোশাক পরিচ্ছদ নষ্ট হয় না।

ঘ. "পোশাক পরিচ্ছদের যত্নে শায়লা পারভীন বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দৰ"– এই উক্তিটি সঠিক। কারণ বিভিন্ন ধরনের কাপড় পরিষ্কার সামগ্রী ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে পুরাতন কাপড় ও জীর্ণ কাপড়ের হারানো ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু কোনটির মাত্রা কম বেশি হলে এবং সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে না পারলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এৰেত্রে শায়লা পারভীনের যথোপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকার কারণে কোন কাপড়ে কোন পরিষ্কারক দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করবে এ সম্পর্কে তার খুব ভালো ধারণা আছে। যেমন– বাজারে বিভিন্ন ধরনের সাবান পাওয়া যায়। কিন্তু সব সাবানই সব বস্ত্রের পরিষ্কারক হিসেবে উপযুক্ত নয়। বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের কিছু গুণ থাকতে হয়। সাবান দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না, সাবান এমন শক্ত হবে যাতে আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না, সাবানের গা মসৃণ হবে, সাবান পানির প্রসারণ ৰমতা ও ভিজানোর ৰমতা বাড়াবে ইত্যাদি। আবার অ্যামোনিয়া এক প্রকার তীব্র গ্যাস। রঙিন বস্ত্রাদি অ্যামোনিয়া মিশ্রিত মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ অ্যামোনিয়ার ফলে রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ব্যবহারে রঙিন বস্ত্রাদির রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কাপড় মোলায়েমকারক সিনথেটিক কাপড় মোলায়েম করার জন্য বেশি ব্যবহার করার ফলে কাপড়ের পানি শোষণ ৰমতা হ্রাস পায়। লবণ নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে এবং বস্ত্রের উজ্জ্বলতা আনতে ব্যবহৃত হয় গঁদ। উপরিউক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমি উক্তিটির সাথে একমত পোষণ করছি।

প্রশ্ন–৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জলি প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে স্কুলে আসে। এজন্য স্কুলের সবাই তার প্রশংসা করে। জলিকে তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বলে তার মা পোশাক ধৌতকরণের নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে নিজে পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ইস্ত্রি করে থাকেন। **[পাঠ : ২]**

ক. পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতি কোনটি? ১
খ. অ্যামোনিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বস্ত্র ধৌতকরণের আগে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে জলির মা কী কী করেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তোমার পোশাক পরিষ্কার করতে তুমি কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো বস্ত্র ধৌতকরণ।

খ. অ্যামোনিয়া একটি পরিষ্কারক উপকরণ। এটি এক প্রকার তীব্র গ্যাস। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য খরপানি অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি মৃদু জলে পরিষ্কার করা যায় না। কাপড়ের দাগ ওঠানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়।

গ. জলির মা পোশাক ধৌতকরণের নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে নিজ পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ নিজ হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। ধৌতকরণের কারণে বস্ত্রের যাতে কোনো ৰতি না হয় সেজন্য বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত কাজগুলো করেন–

১. বস্ত্র ধোয়ার আগে বস্ত্রের তন্তু, রং, আকার ও ময়লা অনুযায়ী বস্ত্রগুলো বাছাই করে নেন।
২. বস্ত্র ধোয়ার আগে কোনো বস্ত্রের কোনো ছেঁড়া জায়গা, ফেঁসে যাওয়া ও বোতাম খোলা থাকলে মেরামত করে নেন। কোনো বিশেষ ধরনের আলঙ্কারিক বোতাম বা ক্লিপ বা ইউনিফর্মের ব্যাচ বা ফুম্প যাতে নষ্ট না হয় এজন্য আগে থেকেই সেগুলো খুলে নেন।

৩. বস্ত্র ধোয়ার পূর্বে বস্ত্রে কোনো দাগ থাকলে তা অপসারণ করে নেন। কারণ অনেক সময় পরিষ্কারকের সংস্পর্শে আসলে দাগ স্থায়ী হয়ে যায়।

৪. বস্ত্রের ধরন অনুযায়ী পরিষ্কারক যেমন : কড়া সাবান, মৃদু সাবান, গুঁড়া সাবান, সোডা ইত্যাদি নির্বাচন করে নেন। আবার বস্ত্র অনুযায়ী গরম পানি, ঈষদুষ্ণ পানি, খর পানির পরিবর্তে মৃদু পানি ব্যবহার করেন। এছাড়া কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য নীল, মাড়, গঁদ ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করেন।

৫. কাপড় ধোয়ার সুবিধার্থে কাপড় ধোয়ার আগে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ও সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখেন।

জলির মা বস্ত্র ধৌতকরণের আগে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে উপরিউক্ত কাজগুলো করে নেন বলে বস্ত্র ধৌতকরণের কাজটি সহজ হয় এবং ধোয়ার কারণে বস্ত্রের কোনো ৰতি হয় না।

ঘ. বস্ত্র ধোয়ার ওপর এর স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। তাই বস্ত্র ধৌতকরণে নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন। উদ্দীপকে জলির মা পোশাক ধৌতকরণের নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে জলির পোশাক পরিষ্কার করেন বলে জলির পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ফলে স্কুলে সবাই তার প্রশংসা করে। আমিও আমার পোশাক পরিষ্কার করার ৰেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করব। এৰেত্রে আমি যে ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করব তা উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশেৱষণ করা হলো :

১. পোশাক ধোয়ার সময় পোশাকের তন্তু, রং ও আকার আয়তন অনুযায়ী আলাদা করে নেব।

২. পোশাকের তন্তুর ধরনের ওপর ভিত্তি করে পরিষ্কারক দ্রব্য নির্বাচন ও ব্যবহার করব।

৩. কাপড় কাচার পর কাপড়ের ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় গামলা বা বালতিতে পরিষ্কার পানি নিয়ে একাধিকবার নেড়েচেড়ে কাপড় ধুয়ে নেব।

৪. কাপড় পরিষ্কার করার পর পরিষ্কার কাপড়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আনুষঙ্গিক দ্রব্য যেমন: মাড়, এরারৰট, নীল ইত্যাদি ব্যবহার করব।

৫. কাপড়ের তন্তুর ধরন অনুযায়ী কাপড় কড়া রোদে বা ছায়ায় শুকিয়ে নেব।

৬. ধোয়ার পর যেসব কাপড়ে কুঞ্চন সৃষ্টি হয় সেগুলো মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ইস্ত্রি করে নেব।

আমি আমার কিংবা আমার পরিবারের যেকানো সদস্যের পোশাক পরিষ্কারের ৰেত্রে উপরিউক্ত নিয়মগুলো মেনে চলব। আমি আশা করি এভাবে পোশাক ধোয়ার কারণে আমার পোশাকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় থাকবে।

প্রশ্ন–৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ মিতুর ছোট বোন নিতুর জন্মদিন। নিতুর জন্য উপহার কিনতে মিতু ও তার মা মার্কেটে গেল। ফেরার পথে রিকশায় ওঠার সময় রিকশার হুক লেগে মিতুর জামায় বড় একটা ছিদ্র হয়ে গেল। বাড়িতে এসে দেখল জামার সাথে ওড়নাটাও একপাশ দিয়ে ফেঁসে গেছে। গত সপ্তাহে কেনা এই নতুন পোশাকটি বাতিল করতে হবে ভেবে মিতুর মন খাবার হয়ে গেল। তার মন খারাপ দেখে তার মা বললেন, এগুলো মেরামত করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। **[পাঠ : ২]**

ক. কাপড় কাচার সোডাকে কী বলে? ১

খ. কাপড় মোলায়েমকারক কেন ব্যবহার করা হয়? ২

গ. মিতুর ওড়না কীভাবে মেরামত করা যাবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মিতুর মায়ের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

▸◂ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. কাপড় কাচার সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেট বলে।

খ. সিনথেটিক কাপড়ের জামা কিছুদিন ব্যবহার করার পর একটু দৃঢ় প্রকৃতির হয়ে যায়। তাই এ ধরনের কাপড়কে নরম ও কোমল করার জন্য পরিষ্কার করার পর কাপড় মোলায়েমকারক ব্যবহার করা হয়। তবে কাপড় মোলায়েমকারক বেশি ব্যবহার করলে কাপড়ের পানি শোষণ ৰমতা হ্রাস পায়।

গ. মিতুর ওড়না রিফু করে মেরামত করা যাবে। কারণ তার ওড়নাটি রিকশার হুকে গেলে ফেঁসে গেছে। পোশাক ব্যবহার করলে তা যে কোনো সময় বিভিন্ন কারণে ফেঁসে যেতে পারে। তবে ফেঁসে গেলেই পোশাকটি বাতিল করে দিতে হয় না। পোশাকটি যদি মেরামতযোগ্য হয় তাহলে মেরামত করে তাকে নতুনভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। উদ্দীপকে মিতুর ফেঁসে যাওয়া ওড়নাটি রিফু করে নিলেই তা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। ওড়নাটি রিফু করার জন্য প্রথমে ছেঁড়া অংশের চারদিকে পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে নিতে হবে। দাগের ওপর দিয়ে ছোট করে রান ফোঁড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সুতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি সুতার ভিতর দিয়ে সুচ দিয়ে প্রথমে টানা সুতার অংশ পরিপূর্ণ করতে হবে। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণটা টানা সুতায় ভরে তুলে একই পদ্ধতিতে ভরা সুতার অংশের একটা সুতার ওপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়। রিফু করার সুতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয় তাহলে রিফু করা বোঝা যাবে না। এভাবে রিফু করে নিলে মিতু তার ওড়নাটি পুনরায় ব্যবহার করতে পারবে।

ঘ. উদ্দীপকে রিকশায় ওঠার সময় রিকশার হুক লেগে মিতুর নতুন জামায় বড় একটা ছিদ্র হয়ে যায় এবং তার ওড়নাটিও ফেঁসে যায়। নতুন একটা পোশাক বাতিল করতে হবে ভেবে মিতুর মন খারাপ হয়ে যায়। এসব দেখে তার মা বলেন যে, এগুলো মেরামত করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। তার কথাই ঠিক। কারণ পুরাতন কাপড়ের মতো নতুন কাপড়ও যেকোনো সময় ছিঁড়ে, ফেঁসে বা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য কাপড়টি ফেলে দিতে হয় না। কারণ কাপড় নতুন বা পুরাতন যেমনই হোক না কেন তা যদি মেরামত করার মতো হয় তবে তা মেরামত করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। কাপড় কীভাবে ছিঁড়ে, ফেঁসে গেছে বা ছিদ্র হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে কাপড়টি কীভাবে মেরামত করতে হবে। ছেঁড়া অংশ যদি বড় হয় বা পুড়ে যায় অথবা পোকায় কাটে তবে তা তালি দিয়ে মেরামত করতে হয়। আবার ফেঁসে গেলে রিফু করে নেওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, মিতুর জামাটা ছিঁড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে এবং ওড়নাটি ফেঁসে গেছে। এৰেত্রে তার জামাটা তালি দিয়ে এবং ওড়নাটা রিফু করে মেরামত করা যেতে পারে। তবে মিতুর জামাটি যেহেতু নতুন তাই নকশা তালি দিয়ে জামাটিতে নতুন রূ প দেয়া যেতে পারে। ছেঁড়া অংশের নকশার তালির সঙ্গে মিল রেখে সমস্ত জামাটিতে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আরও নকশা বসিয়ে দিলে তালি দেয়ার ব্যাপারটা বোঝা যাবে না আর ওড়নাটি রিফু করে নিলেই ব্যবহার করা যাবে। তাই মিতুর মায়ের মতামতটি যথার্থ।

প্রশ্ন–৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

খাদিজা কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় কাজের বুয়াকে ধুতে দিয়ে অফিসে চলে যায়। বুয়া কাপড়গুলো ডিটারজেন্ট দিয়ে ঠান্ডা পানিতে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখে। তারপর ধুয়ে শুকানোর জন্য তারে মেলে রেখে যায়। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে খাদিজা দেখেন শুকানোর পর পশমি কাপড়ের আকৃতি এবং রেশমি কাপড়ের রং নষ্ট হয়ে গেছে। এসব দেখে তার মা বললেন, দামি কাপড় পরিষ্কারের জন্য শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা ভালো। **[পাঠ : ২]**

ক. রিফু কী? ১

খ. ছেঁড়া বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে মেরামত করে নিতে হয় কেন? ২

গ. খাদিজার যে কাপড়গুলোর রং নষ্ট হয়ে গেছে তা ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. খাদিজার মায়ের মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়।

খ. ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশ ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধোয়ার সময় আরও বেশি পরিমাণে ছিঁড়ে যেতে পারে। এ ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

গ. খাদিজার বুয়া খাদিজার রেশমি কাপড়গুলো ডিটারজেন্ট দিয়ে ঠান্ডা পানিতে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখায় উক্ত কাপড়ের রং নষ্ট হয়ে গেছে। নিচে রেশমি কাপড় ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১. রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং ওঠে যায়। তাই ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়।

২. রেশমি বস্ত্রে সবসময় মৃদু গরম পানি ও কম ৰারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। মৃদু গরম পানিতে রিঠা বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করে তার মধ্যে কাপড় অল্প সময় ধরে নেড়েচেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়।

৩. ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় বালতিতে পরিষ্কার পানিতে একাধিকবার নেড়েচেড়ে নিতে হয়। রঙিন কাপড় শেষবার প্রৰালনের সময় ঠান্ডা পানিতে পরিমাণমতো লবণ ও ভিনিগার মিশিয়ে নিলে রেশমের উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। হাত দিয়ে চেপে পানি বের করতে হয়।

৪. ধোয়ার পর রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য এরারবটের তৈরি মাড় বা গঁদ ব্যবহার করা হয়।

৫. রেশমি বস্ত্র সব সময় ছায়ায় শুকাতে হয়।

৬. রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়।

ইস্ত্রি শেষে কাপড়ের জলীয়বাষ্প শুকিয়ে গেলে যথাস্থানে সংরৰণ করতে হয়।

ঘ. উদ্দীপকের কাজের বুয়া রেশমি ও পশমি কাপড়গুলো ডিটারজেন্ট দিয়ে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখে। ফলে পশমি কাপড়গুলোর আকৃতি এবং রেশমি কাপড়গুলোর রং নষ্ট হয়ে যায়। এ কাপড়গুলো তুলনামূলকভাবে দামি। আর দামি কাপড় সবসময় নাজুক ধরনের হয়। তাই এ ধরনের কাপড় অধিক ৰারযুক্ত পরিষ্কারকের সাহায্যে পানি দিয়ে ধুলে অনেক সময় সংকুচিত হয়ে যায়। কখনো আবার রং চটে যায়। তখন পোশাকটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের কাপড় পরিষ্কার করার জন্য শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা ভালো। শুষ্ক ধোলাইয়ের ৰেত্রে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তা পানিশূন্য করে নেওয়া হয়। কেননা পানি থাকলে এ পদ্ধতিতে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না। শুষ্ক ধোলাইয়ের পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। এ সময় কাপড়টির মূল আকার সংরৰণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে পূর্বেকারে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না। কাপড়টি শুকানোর পর এর ওপর ভিজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করতে হয়। এ পদ্ধতিতে কাপড়ের আকৃতি ও রং ঠিক থাকে। তাই বলা যায়, খাদিজার মায়ের মন্তব্যটিই যথার্থ।

প্রশ্ন–৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোনিয়া রহমানের যৌথ পরিবার। তাদের পরিবারে মোট এগারো জন সদস্য রয়েছে। গত বছর শীতের শেষে তিনি তার পরিবারের সকল সদস্যের শীতের কাপড়, লেপের কভার ইত্যাদি বড় একটা স্টিলের বাক্সে তুলে রেখেছিলেন। এ বছর শীতের শুরৰতে তিনি কাপড়গুলো বের করতে গিয়ে দেখেন সেগুলোর মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ভাব। পশমি বস্ত্রগুলোর কোনো কোনোটি পোকায় কেটেছে। এ অবস্থা দেখে তার শাশুড়ি বলেন, পশমি বস্ত্র সংরৰণের ব্যাপারে কিছু নিয়মকানুন এবং সতর্কতা বজায় রাখতে হয়। **[পাঠ : ৩]**

ক. সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের কী নষ্ট করে? ১

খ. শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বস্ত্র সংরৰণে সোনিয়া রহমানের কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি লৰ রাখা প্রয়োজন ছিল? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সোনিয়া রহমানের শাশুড়ির মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে।

খ. পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলা হয়। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধুলে সংকুচিত হয় কিংবা রং চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

গ. শীতের কাপড় শীত ছাড়া অন্য সময় ব্যবহার করা হয় না। বছরের প্রায় ৯–১০ মাস এ ধরনের কাপড় তুলে রাখা হয়। তাছাড়া এ ধরনের কাপড়ের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। তাই শীতের কাপড় সংরৰণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বস্ত্র সংরৰণে সোনিয়া রহমানের যেসব বিষয়ের প্রতি লৰ রাখা প্রয়োজন ছিল তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. দামি কাপড় ও সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়।

২. বড় কাপড়, ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরৰণ করা হলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হয়।

৪. লেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে রেখে দেয়া যায়। শুকনো নিমপাতাও রাখা যায়।

৫. মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়।

ঘ. সোনিয়া রহমান তার পরিবারের সদস্যদের পশমি কাপড়গুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় সেগুলো পোকায় কেটেছে। এ অবস্থা দেখে তার শাশুড়ি বলেন পশমি বস্ত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু নিয়মকানুন ও সতর্কতা বজায় রাখতে হয়। তার এই মন্তব্যটি যথার্থ। কেননা শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময় পশমি বস্ত্র ব্যবহার করা হয় না। শীতের ২–৩ মাস বাদে বছরের বাকি সময় এগুলো তোলাই থাকে। পশমি বস্ত্রের দাম তুলনামূলক বেশি। সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে পশমি কাপড় অনেকদিন পর্যন্ত টেকে। তাই এ কাপড় সংরক্ষণের ব্যাপারে বেশ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। পশমি কাপড়ের বড় শত্রব মথ। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের উপদ্রব বেশি হয়। মথ পোকা থেকে রক্ষা করতে হলে সঠিক নিয়মে কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। ইস্ত্রি করার পর বাতাসে দিয়ে আর্দ্রভাব দূর করতে হবে। তারপর ভাগে ভাগে বাক্সে বা আলমারিতে রাখতে হবে। সংরক্ষণের আগে আলমারি বা বাক্সে কীটনাশক স্প্রে করে নিলে ভালো হয়। কাপড়ের ভাঁজে ন্যাপথলিন, শুকনো নিমপাতা, তামাক পাতা কাপড়ে জড়িয়ে ভাঁজে ভাঁজে রাখা যায়। সংরক্ষিত কাপড়গুলো মাঝে মাঝে বের করে হালকা রোদে বা বাতাসে দিলে স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়। পশমি জাতীয় কাপড় আলমারিতে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো হয়। সোনিয়া রহমান কাপড় সংরক্ষণের সঠিক নিয়ম মেনে চললে তার কাপড়গুলো ভালো থাকত।

প্রশ্ন–৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ ফারজানার বড় চাচার মৃত্যুবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। ফারজানা দুপুরে জমকালো পোশাক ও ভারি মেকাপ নিয়ে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে সে সেখান থেকে সরাসরি তার চাচার বাসায় চলে যায়। তাকে দেখে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করে। তার চাচি তাকে কাছে ডেকে বলেন, অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরতে হয়। **[পাঠ : ৪]**

ক. শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে কী ব্যবহার করা যায়? ১

খ. কাপড় শুকানোর সঠিক নিয়ম লেখ। ২

গ. ফারজানার চাচি ফারজানাকে কোন বিষয়ে বলেছেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ফারজানার চাচির উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে বড় স্টিকার ব্যবহার করা যায়।

খ. কাপড় ধোয়ার পর সঠিকভাবে না শুকালে কাপড়ের ধবধবে এবং কড়কড়ে ভাবটা আসে না। মেড়মেড়ে ভাব এবং স্যাঁতসেঁতে গন্ধ হতে পারে। সাদা কাপড় রোদে শুকালে আরও সাদা হয়ে ওঠে। রঙিন কাপড়, রেশমি কাপড় ছায়ায় শুকানো ভালো। পশমি কাপড় বাতাসপূর্ণ খোলামেলা ছায়াযুক্ত কোনো সমতল জায়গায় বিছিয়ে শুকাতে হয়। কাপড় বা পোশাকের ভারি মজবুত অংশ ওপরের দিকে রেখে শুকাতে দিতে হয়।

গ. ফারজানার চাচি ফারজানাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধানের কথা বলেছেন। কারণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানানসই পোশাকে। কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে খুব দামি পোশাক পরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে পোশাকটি রুচিসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অত্যাধুনিক পোশাক না পরেও প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হওয়া যায়। অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে পোশাক পরিধান করা উচিত। অন্যথায় পোশাকের কারণে পরিধানকারীকে দৃষ্টিকটু দেখায়। যেমন কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব জমকালো পোশাক পরলে তা পরিবেশের সাথে মানানসই হওয়ায় পরিধানকারী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই একই পোশাক যদি শোকসভা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরা হয় তাহলে তা দৃষ্টিকটু দেখাবে। উদ্দীপকে ফারজানা বিয়ের অনুষ্ঠানের জমকালো পোশাক পরে তার বড় চাচার মিলাদ মাহফিলে অংশ নিলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করে। তাই তার চাচি তাকে অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান বিবেচনা করে পোশাক পরার কথা বলেছেন।

ঘ. পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু পোশাক পরলেই হবে না তা মানানসই হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার, আয়তন বিবেচনা করে পোশাক পরতে হবে। যেমন কারো গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সাদা কালো পোশাক না পরে হলুদ পোশাক পরা আবশ্যক। আবার পোশাক দিয়ে মানুষের রুচিরও মূল্যায়ন করা হয়। যেমন মাঝারি বয়সের মহিলাকে ছোটখাটো সালোয়ার–কামিজ না পরে শাড়ি পরলেই বেশি মানানসই মনে হবে। পোশাকে মানুষের আভিজাত্য প্রকাশ পায়। তার মানে এ নয় খুব দামি পোশাক পরতে হবে। কম দামি সাধারণ মানের পোশাকে যদি রং এবং ডিজাইন ভালো হয় তাহলে সেটা আভিজাত্য প্রকাশ করে। আবার শীতের সময় কেউ যদি পাতলা এবং খোলামেলা পোশাক পরে তাহলে একদিকে যেমন : শারীরিকভাবে কষ্ট পায় অন্যদিকে মানুষ খারাপ বলে। আবার পোশাকের সাথে মানানসই জুতা, হাতব্যাগ, গহনা এবং মেকআপ ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ পারিপাট্যের জন্য পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের যে পোশাকে মানায় বড়দের সে পোশাক পরলে রুচিহীন বা বেঢপ মনে হয়। সব ধরনের ডিজাইন, সব টাইপের পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং বলা যায়, ফারজানার চাচির কথাটি যথাযথ এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন–১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

খাদিজা বেগম একজন চাকরিজীবী গৃহিণী। পারিপাট্যের ব্যাপারে তিনি খুবই উদাসীন। পরিবেশ বুঝে তিনি পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করতে পারেন না। তিনি মনে করেন পারিপাট্য মানেই দামি পোশাক। তাছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারেও তিনি যত্নশীল নন। দীর্ঘদিন অযত্নের ফলে তার হাত ও পায়ের চামড়া ফেটে গেছে। **[পাঠ : ৪]**

ক. বর্তমানে কী হতে বোরাক্স তৈরি করা হচ্ছে? ১

খ. পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে তুষের জলের ব্যবহার লেখ। ২

গ. খাদিজা বেগম কীভাবে তার ফেটে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন নিতে পারেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. খাদিজা বেগমের ধারণার সাথে তুমি কি একমত?

তোমার উত্তর বিশেরষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বর্তমানে সোডিয়াম কার্বোহাইড্রেট বরিক এসিড হতে বোরাক্স তৈরি করা হচ্ছে।

খ. বর্তমানে তুষের জলকেও পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তুষের জল দিয়ে সিনটজ এবং কিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয়। তুষকে ভুসিও বলা হয়। তুষকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে যখন পানি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে তখনই তুষের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।

গ. খাদিজা বেগম তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নশীল নন। দীর্ঘদিনের অযত্নে তার হাত ও পায়ের চামড়া ফেটে গেছে। হাত ও পায়ের এরূ প অবস্থা তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্তরায়। তাই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য তিনি নিম্নোক্ত উপায়ে তার হাত ও পায়ের যত্ন নিতে পারেন–

হাতের যত্ন :

১. কোনো কাজ করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।
২. হাতের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করবেন।
৩. হাতে বিভিন্ন তরকারির কষের দাগ কিংবা রান্নার মসলার দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষে হাত দাগমুক্ত করবেন।
৪. হাতের নখ কেটে ছোট রাখবেন। কারণ নখের মধ্যে ময়লা ঢুকলে তা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে।

পায়ের যত্ন :

১. প্রতিদিন পা সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ময়লা তুলে পরিষ্কার করবেন এবং মসৃণতা রৰার জন্য তেল, লোশন, গিরসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।
২. মাঝে মাঝে ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে লবণ গুলিয়ে পা ৩০–৩৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পায়ের ময়লা এবং ক্লান্তি দূর করবেন।

ঘ. উদ্দীপকে খাদিজা বেগমের ধারণা পারিপাট্য মানেই দামি পোশাক। তার এই ধারণার সাথে আমি একমত নই। কারণ কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পরিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। পারিপাট্য বজায় রাখতে দামি পোশাকের প্রয়োজন নেই। পারিপাট্যের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন তথা ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন। সময় উপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরৰত্বপূর্ণ অংশ। অনুষ্ঠান, উপলৰ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। সব ধরনের ডিজাইন, সব টাইপের পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। অত্যাধুনিক পোশাক না পরেও প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হওয়া যায়। খাদিজা পরিবেশ বুঝে পোশাক নির্বাচন করতে পারেন না। সাধারণ পোশাকের সঙ্গে আনুষঙ্গিক প্রসাধনীর সুসমন্বয় ঘটিয়েও নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। নিজস্ব সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী প্রতিটি মানুষকে তার পোশাক নির্বাচন করা উচিত। তাই আমি মনে করি খাদিজা বেগমের ধারণাটি সঠিক নয়।

প্রশ্ন–১১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বার্ষিক পরীৰা শেষে নিলুফারা স্কুলের সবাই মিলে বনভোজনে যায়। তার বান্ধবীরা সবাই সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে। বনভোজনে সবাই খুব আনন্দ করে। কিন্তু নিলুফার পোশাকটি মলিন হওয়ায় সে মনমরা হয়ে বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। কারো সাথে মিশতে পারে না। সে উপলব্ধি করে পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। **[পাঠ : ৫]**

ক. মসৃণ ও সুডৌল হাত কী প্রকাশ করে? ১
খ. দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বনভোজনে নিলুফার পরিধেয় পোশাক নিলুফাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ"– উদ্দীপকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মসৃণ ও সুডৌল হাত সৌন্দর্য ও সুস্থতা প্রকাশ করে।

খ. ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত; যথা : হাত, পা, ত্বক ইত্যাদি। এ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূ পই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

গ. বার্ষিক পরীৰা শেষে নিলুফা স্কুলের সবার সাথে বনভোজনে যায়। তার বান্ধবীরা সবাই সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে। কিন্তু নিলুফার পরিধেয় পোশাকটি ছিল বেশ মলিন। এ কারণে সে কারো সাথে মিশতে পারে না। তার মনে সংকোচ দেখা দেয়। সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। সবার থেকে সে নিজেকে আলাদা করে রাখে। তার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা দেখা দেয়। মন খারাপ থাকায় তার চেহারায় নিষ্প্রাণ ও মলিন মনে হয়। তার সকল বন্ধুরা আনন্দ, ফুর্তি করলেও সে আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তার মনে সবসময় অস্বস্তিবোধ কাজ করেছে। মলিন পোশাক পরার কারণে অন্যান্য বন্ধুর থেকে তাকে অনাকর্ষণীয় দেখায়। তার চেহারায় সাবলীল ভঙ্গি ফুটে ওঠে না। মলিন পোশাক তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবেই বনভোজনে নিলুফার পরিধেয় পোশাক নিলুফাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে রেখেছিল।

ঘ. যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোক না কেন সুরৰচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হলো পোশাক। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। পুরাতন পোশাক পরার কারণে মানুষের মনে প্রফুলরতার অভাব দেখা দেয়। চেহারায় অনুজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না। নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিত্বে সাবলীল ভাব ফুটে ওঠে। পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক সঠিক না হলে মনে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়। আবার পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে, বিভিন্ন রঙের পোশাকও ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। যেমন – শোক অনুষ্ঠানে হালকা রঙের পোশাক ব্যবহার করা উচিত। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লৰ রেখে পোশাক পরিধান করলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। যেমন– পহেলা বৈশাখে সবাই লাল সাদা পোশাক পরিধান করে। আবার পোশাক পরলেই হবে না সেটি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন কি না সেদিকে লৰ রাখতে হবে। উদ্দীপকে বনভোজনে নিলুফা মলিন এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করায় তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

প্রশ্ন–১২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একটি বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার ইসমাত জাহান পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে খুবই সৌখিন। যেকোনো অনুষ্ঠানে তিনি নতুন পোশাক পরতে পছন্দ করেন। তাছাড়া সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লৰ রেখেও তিনি পোশাক পরিধান করেন। তিনি মনে করেন উপযুক্ত পোশাকই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। তবে কাপড়চোপড় একটু পুরাতন হলে সেগুলো বাতিল করে দেন। তার এরূ প কাপড় বাতিল করা দেখে তার মা বলেন, এগুলো একেবারে বাতিল করে ফেলে না দিয়ে নতুন করে কাজে লাগানো যায়। **[পাঠ : ৬]**

ক. পারিপাট্যের গুরৰত্বপূর্ণ অংশ কোনটি? ১

খ. নকশি কাঁথা কীভাবে তৈরি করা হয়? ২

গ. ইসমাত জাহান তার পুরাতন কাপড়কে কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইসমাত জাহানের ধারণাটি বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরৰত্বপূর্ণ অংশ।

খ. পুরনো কাপড়ের সাহায্যে গ্রামের মেয়েরা প্রথমে কাঁথা বানায়। সে কাঁথার ওপর তারা মনের মাধুরী মিশিয়ে সুই সুতার সাহায্যে নানা ধরনের ফুল, লতাপাতা, পশুপাখির চিত্র তুলে ধরে, অনেক সময় গ্রামীণ জীবনের নানা দৃশ্য সেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়। এভাবে একের পর এক নকশি এঁকে কাঁথাটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা হয়। বাহারি রং বেরঙের সুতার সাহায্যে এসব কাঁথা তৈরি হয়। আর এভাবে তৈরি হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা।

গ. গৃহের বিভিন্ন কাজে নানা ধরনের অব্যবহৃত জিনিসের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে জীর্ণ ও পুরাতন বস্ত্র অন্যতম। এসব অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। তেমনি ইসমাত জাহান তার পুরাতন কাপড়কে কাজে লাগাতে পারেন। পুরাতন কাপড়ের সাহায্যে নকশি কাঁথা তৈরি করতে পারেন অথবা সুচ সুতায় নকশা দিয়ে পাপোসও তৈরি করতে পারেন। পুরাতন কাপড়ের কাঁথায় নানা ধরনের লতাপাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়। এভাবে তৈরি নকশি কাঁথা শুধু শীতের আচ্ছাদন নয় বরং বিছানার চাদর, সোফার কভার, দেয়াল সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন হিসেবেও তিনি ব্যবহার করতে পারেন। পুরাতন কাপড়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়ে বেনী করে একটার সাথে অন্যটা সুচ দিয়ে আটকিয়ে গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির পাপোস তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। যেকোনো পুরাতন বস্ত্র ফেলে না দিয়ে নতুন রূ প দিয়ে প্রয়োজনীয় আকার আকৃতি দিয়ে যেকোনো প্রয়োজনীয় বা সৌখিন জিনিস তৈরি করে পুরাতনকে নতুনভাবে কাজে লাগানো যায় এবং নিজের শৈল্পিক রৰচির ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয়ও দেওয়া যায়।

ঘ. পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পোশাকের আকার, আকৃতি, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। জাঁকজমক নকশাবহুল, বড় ছাপা ও ভারি জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখায় আবার কম নকশাযুক্ত ছোট ছাপা, হালকা জমিনের পোশাক খাটো মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। উজ্জ্বল রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে এই রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিত্বেও তার প্রভাব পড়ে। আবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। ইসমাত জাহান সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লৰ রেখে পোশাক পরিধান করেন বলেই তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। পরিবেশ, বয়স, সামাজিক অবস্থান, রং এবং দেহের আয়তন অনুযায়ী মার্জিত রৰচিসম্পন্ন প্রচলিত আকর্ষণীয় পোশাকের মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। যা ইসমাত জাহানের মধ্যে দেখা যায়। যে ধরনের ব্যক্তিত্বই হোক না কেন সুরৰচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। এ কারণেই ইসমাত জাহান মনে করেন উপযুক্ত পোশাকই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন–১৩ ▸ মা–বাবাকে সংসার পরিচালনায় আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য নিয়ামত পড়াশোনার পাশাপাশি একটি লন্ড্রির দোকান চালায়। মহলৱার সবাই কাপড় পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করার জন্য তার দোকানে দেয়। কাপড়ের যত্নে নিয়ামত বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দৰ। এ জন্য তার লন্ড্রিতে কোনো সেবাগ্রহীতার কাপড় নষ্ট হয় না। **[পাঠ : ১]**

ক. কিরূ প পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে? ১

খ. বস্ত্র ধৌতকরণে ভিনিগার–এর ব্যবহার লেখ। ২

গ. নিয়ামতের লন্ড্রিতে সেবাগ্রহীতার কাপড় নষ্ট হয় না কেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "কাপড়ের যত্নে নিয়ামত বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দৰ"– তুমি কি এই উক্তির সাথে একমত? তোমার উত্তর বিশেৱষণ কর। ৪

প্রশ্ন–১৪ ▸ সুলতানা বেগম একজন কর্মজীবী মহিলা। তিনি সর্বদা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করেন। চাকরির কারণে প্রতিদিন তিনি কাপড় ধোয়ার সময় পান না। তাই সপ্তাহে কাপড়গুলো নিয়মমাফিক উপায়ে ধৌতকরণের ধাপগুলো মেনে পরিষ্কার করেন। তিনি বলেন, "কাপড় পরিষ্কারের পাশাপাশি তার সঠিক যত্ন ও সংরৰণ করাও জরৰরি"।

ক. কোন কাপড়ে নীল দেয়ার প্রয়োজন হয়? ১

খ. কাপড় তালি দেয়া হয় কেন? ২

গ. সুলতানা বেগমের কাপড় ধৌতকরণে গৃহীত পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুলতানা বেগমের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন–১৫ ▸ ছুটির দিনে সালমা তার কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় ধোয়ার জন্য নেয়। কাপড়গুলো সে ঠান্ডা পানিতে ডিটারজেন্ট দিয়ে ভিজিয়ে রাখে। এরপর ধুয়ে, পানি ঝড়ানোর জন্য তারে ঝুলিয়ে রাখে। কাপড়গুলো শুকানোর পর দেখা গেল রেশমি কাপড় থেকে রং ওঠে অন্য কাপড়ে লেগে গেছে। তাছাড়া পশমি কাপড়গুলোর আকৃতি ঠিক নেই। এসব দেখে তার মা বললেন, দামি কাপড় পরিষ্কারে শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করাই ভালো। **[পাঠ : ৪]**

ক. ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কী? ১

খ. দাঁতের যত্নে লৰণীয় বিষয়গুলো লেখ। ২

গ. কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সালমার পশমি কাপড়ের আকৃতি ঠিক থাকত? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সালমার মায়ের মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশেৱষণ কর। ৪

প্রশ্ন–১৬ ▸ সৈকত দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু তার মুখে দুর্গন্ধ হয় বলে ক্লাসের কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না। সে প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরে স্কুলে আসে। তার এরূ প অপরিচ্ছন্নতার কারণে সারাবছর তার অসুখ–বিসুখ লেগেই থাকে। একদিন শ্রেণি শিৰক তাকে ডেকে বলেন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে পোশাকের পারিপাট্যতা আনা দরকার। **[পাঠ : ৫]**

ক. কোন ধরনের পোশাক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়? ১

খ. পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন কেন? ২

গ. ক্লাসে সবার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য সৈকতকে কী করতে হবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শিৰকের বক্তব্যটির যথার্থতা বিশেৱষণ কর। ৪

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পোশাক কিরূ প রাখতে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে?
উত্তর : পোশাক কর্মৰম, উপযোগী ও টেকসই রাখতে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সঠিক নিয়মে পোশাকের যত্ন নিলে কী সাশ্রয় হয়?
উত্তর : সঠিক নিয়মে পোশাকের যত্ন নিলে অর্থের সাশ্রয় হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কাপড়ে কী সৃষ্টি করতে বোরাক্স ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : কাপড়ে কাঠিন্য ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে বোরাক্স ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ রিঠার খোসার মধ্যে কী থাকে?
উত্তর : রিঠার খোসার মধ্যে স্যাপোনিন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করতে কী ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করতে লবণ ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ নকশা তালিকে অনেকটা কিসের মতো দেখায়?
উত্তর : নকশা তালিকে অনেকটা এপিরক নকশার মতো দেখায়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ প্রৰালন কী?
উত্তর : কাপড় ধোয়ার সময় কাপড়ের ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকে প্রৰালন বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কাপড়ের কোন অংশ উপরের দিকে রেখে শুকাতে দিতে হয়?
উত্তর : কাপড় বা পোশাকের ভারী মজবুত অংশ উপরের দিকে রেখে শুকাতে দিতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ইস্ত্রি করার পর বস্ত্রাদিতে কী থাকে?
উত্তর : ইস্ত্রি করার পর বস্ত্রাদিতে আর্দ্রভাব থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ রেশমি বস্ত্র কী সহ্য করতে পারে না?
উত্তর : রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ৰার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ রেশমি বস্ত্র কোন অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়?
উত্তর : রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ হাতে বোনা পশমের জামাকাপড় কেমন প্রকৃতির হয়?
উত্তর : হাতে বোনা পশমের জামাকাপড় বেশ নমনীয় প্রকৃতির হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ পশমি কাপড় কখনই কী করতে হয় না?
উত্তর : পশমি কাপড় কখনই মোচড়িয়ে নিংড়াতে হয় না।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ শুষ্ক ধৌতিতে ব্যবহৃত কোন পরিষ্কারক দ্রব্যটি অপেৰাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য?
উত্তর : শুষ্ক ধৌতিতে ব্যবহৃত পেট্রোল অপেৰাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ রেশমি কাপড়ের চরম শত্রব কোনটি?
উত্তর : রেশমি কাপড়ের চরম শত্রব কাপড় কাটার রবপালি পোকা।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ শারীরিক সৌন্দর্য কখন উদ্ভাসিত হয়?
উত্তর : শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয় যখন শরীর সুস্থ থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ সুপারিপাট্যের অন্যতম শর্ত কোনটি?
উত্তর : পোশাকের সাথে জুতা, হাতব্যাগ, গয়না এবং মেকআপ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করা সুপারিপাট্যের অন্যতম শর্ত।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ মানবদেহের কোন অঙ্গটি সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ্ম?
উত্তর : মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে চোখ সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ্ম।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ পোশাক পরিধান মানুষের কিরূ প অধিকার?
উত্তর : পোশাক পরিধান মানুষের মৌলিক, মানবিক অধিকার।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কিরূ প পোশাক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়?
উত্তর : কুরবচিপূর্ণ উদ্ভট, বেখাপ্পা পোশাক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়।

◘ অনুধাবনমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সঠিক নিয়মে পোশাক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা লেখ।
উত্তর : পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়–চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে কাপড় কাচা সোডার ব্যবহার লেখ।
উত্তর : কাপড় কাচা সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেট বলা হয়। বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সোডা দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়। কাপড়কে জীবাণুমুক্ত ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সোডা ব্যবহার করা হয়। তবে সবসময় কাপড়ে সোডা ব্যবহার করা ঠিক নয়। সোডায় অতিরিক্ত ৰারের প্রভাবে রেশমি ও পশমি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কাপড়ের ধরন বুঝে গুঁড়া সাবান ব্যবহার করতে হয় কেন?
উত্তর : পাত্রে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গুঁড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। হুইল, তিব্বত, জেট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বাজারে গুঁড়া সাবান রয়েছে। কিন্তু এসব গুঁড়া সাবানে ৰারজাতীয় পদার্থ থাকে। তাই কাপড়ের ধরন বুঝে গুঁড়া সাবান ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে অ্যামোনিয়ার ব্যবহার লেখ।
উত্তর : অ্যামোনিয়া এক প্রকার তীব্র গ্যাস। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় এটি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য খর পানি এই অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা হয়। রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে রঙিন বস্ত্রাদি এই প্রকার মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। তবে কখনো কখনো কাপড়ের দাগ উঠাবার জন্য অ্যামোনিয়া ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে ওই পানিতে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সুতি বস্ত্রে নীল ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করার জন্য নীল ব্যবহার করা হয়। কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়। নীল ব্যবহারের ফলে এই হলদে ভাব দূর হয়ে নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কীভাবে ময়লা কাপড় বাছাই করা যায়?

উত্তর : পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লা তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। আবার বিভিন্ন ধরনের তন্তুর কাপড় যেমন : সুতি, লিনেন, রেশম ইত্যাদি একই পরিষ্কারক দ্রব্য দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। কাপড়ে বা পোশাকের গায়ে যদি কোনো দিকনির্দেশনা থাকে, তাহলে তা অনুসরণ করা উচিত।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ নকশা তালি কীভাবে করতে হয়?

উত্তর : নতুন কাপড় ছিঁড়ে গেলে এই তালি দেওয়া হয়। ছেঁড়া কাপড়ের ওপর অন্য রঙের কাপড় দিয়ে নকশা করে কেটে প্রথমে টাক দিয়ে আটকিয়ে পরে বোতাম ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে হয়। উল্টোদিকে তালির মতো সেলাই করতে হয়। এই তালি অনেকটা এপিরক নকশার মতো দেখায়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বস্ত্র পরিষ্কারক উপকরণ নির্বাচন করতে হয় কীভাবে?

উত্তর : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে বস্ত্রের তন্তুর প্রকৃতি, ময়লা, রং, আকার–আয়তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য সংগ্রহ করে নিতে হয়। বস্ত্র অনুযায়ী গরম পানি বা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা হয়। আবার কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নীল, মাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সংরক্ষণ বলতে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়। এখানে ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পর যথাযথ স্থানে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রেখে দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। আমরা নানা ধরনের পোশাক ব্যবহার করি যার মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব অনুষ্ঠানের পোশাক অন্তর্গত। এগুলোর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ পারিপাট্যতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয় যখন শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ মন শৈল্পিকভাবে পরিপাটি থাকতে তাগিদ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কীভাবে পারিপাট্যতা বজায় রাখা যায়?

উত্তর : পারিপাট্যের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন তথা ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন। সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণ পোশাকের সাথে আনুষঙ্গিক প্রসাধনীর সমন্বয় ঘটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যায়। সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত, যেমন : একজন বাঙালি মেয়েকে শাড়িতে সুন্দর লাগে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কীভাবে চুলের যত্ন নেওয়া যায়?

উত্তর : পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, মসৃণ এবং সুবিন্যস্ত চুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যে নিয়মগুলো চুলের সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষা করে সেগুলো হলো, নিয়মিতভাবে চুল আঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। খুশকি দূর করার জন্য লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ভিটামিন 'এ' জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে চুল ভালো থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ কীভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া যায়?

উত্তর : পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ত্বক উজ্জ্বল ও নীরোগ হয়। ত্বকের বর্ণ যেমনই হোক না কেন, তা যদি কোমল, মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে তা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। নিয়মিত গোসলের অভ্যাস ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়। ক্ষারহীন ভালো সাবান দিয়ে গোসল করা উচিত। গোসল কিংবা মুখ ধোয়ার পর ত্বকের মসৃণতা বাড়ানোর জন্য ক্রিম, গ্লিসারিন ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কীভাবে পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায়?

উত্তর : পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পুরাতন পোশাক বদলিয়ে নতুন পোশাক পরলে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ পাপোস তৈরির নিয়ম লেখ।

উত্তর : পাপোস তৈরির জন্য দরকার হয় শাড়ি, সুচ ও সুতার। প্রথমে শাড়িটি তিন ভাগ করে ছিঁড়ে নিতে হবে এরপর কোথাও ঝুলিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি শক্তভাবে বেনী করে নিতে হবে। এবার বেনীটি ঘুরিয়ে সুচ ও সুতা দিয়ে আটকিয়ে গোলাকার ডিম্বাকৃতির পাপোস তৈরি করা হয়।